CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-64 ■ 4 December, 2025 ■ আগরতলা ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

অনুপ্রবেশকারীদের কোনও আইনি অধিকার নেই ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর।। *অবৈধভাবে দেশে প্রবেশকারীদের কোনও আইনি অধিকার নেই বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছে, যে সকল ব্যক্তি বেআইনিভাবে দেশে ঢোকেন, তাদের জন্য 'রেড কার্পেট' বিছানো যায় না। গতকাল রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কয়েকজনের হেফাজত থেকে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগে দায়ের করা হেবিয়াস কর্পাস আবেদন শুনানিকালে এই মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি সুর্য্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির দ্বৈত বেঞ্চ।*

বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে জানায়, দেশের নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে আদালত একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দেয় যে, অবৈধ অভিবাসীদের ওপর কোনও অবস্থাতেই হেফাজতে নির্যাতন বা শারীরিক নির্যাতন চালানো যাবে না।

যুবক হত্যাকাণ্ডে তিন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজের জীবন দাস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অবশেষে তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে যাত্রাপুর থানা পুলিশ। দেরিতে হলেও মামলার অগ্রগতিতে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মধ্যে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি মাইক্রোশাপাড়া এলাকায় এবং অপর দুইজনের বাড়ি থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজে। পুলিশ তাদের আদালতে উপস্থাপন করলে দুইজনকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত। অভিযুক্তরা হল, জয়ন্ত ত্রিপুরা (১৭), কান্তমণি ত্রিপুরা
এবং গয়া ত্রিপুরা।
যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধন একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, গত ২১ অক্টোবর দীপাবলি উপলক্ষে জীবন দাস জগতরামপুরের অন্তর্গত মাইক্রোশাপাড়ায় কালীপূজা দেখতে রাতে বের হন। পরদিন সকাল প্রায় আটটার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা রাবার গাছের সঙ্গে তার মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেতে দীর্ঘ সময় লাগায় তদন্ত কাজ বিলম্বিত হয়। রিপোর্ট পাওয়ার পরই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে অগ্রগতি আসে এবং তদন্তের ভিত্তিতেই তিন অভিযুক্তকে আটক করা হয়।
ওসি বর্ধন বলেন, কেন তাকে হত্যা করা হলো এবং এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি নাসবকিছুই তদন্তে পরিষ্কার হবে।
ঘটনাটি ঘিরে থলি বাড়ি এডিসি ভিলেজসহ পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তের পরবর্তী অগ্রগতির দিকেই তাকিয়ে সবাই।

দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তিন যুবক

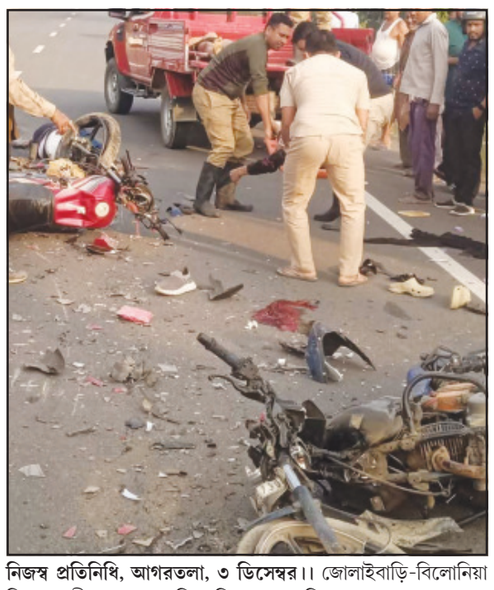

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া বিকল্প জাতীয় সড়কের পশ্চিম পিলাক কলোনি এলাকায় বুধবার ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। দুই মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন তিন যুবক।
নিহতদের মধ্যে রয়েছেন, মুকেশ ত্রিপুরা (১৬), বাবা স্বপন ত্রিপুরা, বাসিন্দা পশ্চিম পিলাক। বিপ্লব শীল শর্মা, বাড়ি মধ্য পিলাক ও প্রসন্ন দত্ত, বাড়ি পশ্চিম পিলাক।
দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনের নিথর দেহ উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।
যান দুর্ঘটনা রাজ্যে বেড়েই চলছে। প্রতিদিন কোনো না কোনো জায়গায় এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন তরতাজা যুবকরা। এদিন দ্রুত গতিতেই দুটি বাইকের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। মুহূর্তেই দুমড়ে মুচড়ে গেছে বাইক দুটি। রাস্তার দুদিকে ছিটকে পড়েছেন বাইক থাকা তিন যুবক। স্থানীয়দের সহায়তায় দমকলকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বর্গা চাষির মৃত্যু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সহায়তা পরিবারের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। সাব্রুমের গোবিন্দ মাঠে ধান কেটে গাড়িতে তোলার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বর্গা চাষি সঞ্জীব দাসের (৪০)। ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দ্রুত দক্ষিণ জেলা শাসককে শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন।
ঘটনার খবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাতেই তিনি দক্ষিণ জেলা শাসককে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুয়ো খবর গণতন্ত্রের জন্য হুমকি, সংসদে তথ্য প্রযুক্তিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর ।। ভুয়ো খবরকে গণতন্ত্রের জন্য বড় হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ লোকসভায় কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে পরিপূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যম, ভুয়ো খবর ও এআই-নির্মিত ডিপফেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যাবশ্যক। এ ধরনের ডিপফ চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই নতুন খসড়া বিধি প্রকাশ করেছে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনো টিভি চ্যানেল বা পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে সরকার ও প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া সক্রিয়ভাবে তা খতিয়ে দেখে। ভুয়ো খবর বা ভুয়ো বিবরণকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করতে হবেএটি কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং নাগরিক সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, সমাজে আস্থা বজায় রাখা ও আরও সুদৃঢ় করা আজকের সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' দেশে নতুন বিপ্লব এনেছে, যার ইতিবাচক প্রভাব এখন স্পষ্ট। তিনি বলেন, অনলাইন মানি গেমিং নিয়ন্ত্রণে সরকার অত্যন্ত কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে, যা দেশের কোটি কোটি পরিবারের উপকারে আসছে।

কৈলাসহরে আদালত চত্বরে দুর্ঘটনায় আহত কর্মী, ট্রাফিক অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর শহরের আইন-শৃঙ্খলা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার অবনতি নিয়ে এবার প্রকাশ্যে সরব হলেন খোদ আদালতের কর্মীরা। আজ সকাল প্রায় দশটার দিকে আদালত চত্বরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন আদালতেরই এক কর্মচারী। বর্তমানে তিনি উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
শহরে একের পর এক চুরি, বেপরোয়া গাড়িচালনা এবং দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটলেও কৈলাসহর থানার পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ আদালতের কর্মীদের। তাঁদের দাবি, আদালত চত্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থায়ী ট্রাফিক পোস্ট না থাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে।
আদালত চত্বরের চারপাশেই রয়েছে মহকুমাশাসকের অফিস, দুইটি সরকারি স্কুল, একটি বেসরকারি স্কুল, টাউন হল, নির্বাচন দপ্তর, শিশু পার্কসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকেই এই রাস্তায় পথচারী ও যানবাহনের চাপ বেড়ে যায়। স্থায়ী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ওই এলাকায় নিত্যদিনই তীব্র যানজট ও দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ উঠছে।
বুধবার সকালের ঘটনাটি ছিল তেমনই একটি উদাহরণ। আদালতের এক কর্মীর বর্ণনা অনুযায়ী, শ্রীরামপুর এলাকা থেকে বাজাজ ডিসকোভার মোটরবাইক চালিয়ে আদালতে আসছিলেন কর্মচারী শুসেন্দ্র দাস। আদালতের কাছে টাউন হলের সামনে পৌঁছতেই হঠাৎ একটি হাইস্পিড অটো দ্রুতগতিতে এসে তাঁর বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার পর অটো চালক ঘটনাস্থল থেকে লুকিয়ে যায়।
পরে আদালতের কর্মীরা ছুটে এসে গুরুতর আহত শুসেন্দ্র দাসকে উদ্ধার করে উনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাঁর আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনার কিছুক্ষণ পর কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টিআর০৬এ২১২৬ নম্বরের অটো এবং টিআর০২বি৭৮৯৮ নম্বরের মোটরবাইক জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর অটো চালক নিজেই পুলিশের সামনে আসে এবং তাকেও থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাতের থালা হাতে প্রতিবাদে চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। ভাতের থালা হাতে নিয়ে এবার রাস্তায় নামলেন কারা দপ্তরের চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২২ সালে কারা দপ্তরের পরীক্ষা দেওয়া যুবকরাই আজ ফের আইজি প্রিজন অফিসের সামনে আন্দোলনে সামিল হন। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও এখনও নিয়োগ না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ২০২২ সালে জেল পুলিশের নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর প্রায় ১২ হাজার পরীক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খিলপাড়া সিএনজি স্টেশনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যকে অগ্রগতির দিকে নিতে হলে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি শক্তির প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। সিএনজি ব্যবহারের ফলে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। বর্তমানে রাজ্যে টিএনজিসিএল ৫০ হাজারের অধিক যানবাহনকে জ্বালানি সরবরাহ করছে। ফটিকছড়া ও বোধজংনগরে সিএনজি স্টেশন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার।
আজ গোমতী জেলার উদয়পুরের খিলপাড়ায় টিএনজিসিএল এর সিএনজি স্টেশনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সারা বিশ্বের মধ্যে সিএনজির একটা বিশেষ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে এমবিবি বিমানবন্দরকে আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার দাবি সাংসদ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ সংসদে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোরালো দাবি উত্থাপন করেন।
এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগত যাত্রীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, পিক আওয়ারে ১০০০ অন্তর্দেশীয় এবং ২০০ আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিচালনার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে। ২০টি চেক-ইন কাউন্টার, ৪ টি যাত্রী বোর্ডিং ব্রিজ এবং বার্ষিক ৩০ লক্ষ যাত্রী চলাচলের ক্ষমতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়াকে ১৮.৮৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ইমিগ্রেশন কাউন্টারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্ভয়পুরে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার নির্ভয়পুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চিরঞ্জিত শীলের বাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধারকৃত অস্ত্রটি চোরাচালান বা পাচার বাণিজ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। জানা গিয়েছে, নির্ভয়পুরের চিরঞ্জিত শীলের বাড়ির বাথরুমের পেছনে একটি পরিত্যক্ত স্থানে তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৬৯ নং নির্ভয়পুর বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা প্রথমে ঘটনাস্থলে যান এবং পরে যাত্রাপুর থানাকে বিষয়টি অবগত করেন। যৌথ তল্লাশিতে বাথরুমের বাইরে আবর্জনার নিচে লুকানো অবস্থায় পিস্তলটি পাওয়া যায়।
উদ্ধারের পর বিএসএফ জওয়ানরা অস্ত্রটি পুলিশের হাতে হস্তান্তর করেন। পুলিশ পিস্তলটি থানায় নিয়ে যায় এবং প্রাথমিক তদন্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মায়ের বকুনি ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। শ্রীনগর থানার মলয়নগর উপড়িয়ালুঙ্গা এলাকায় চরম মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পারিবারিক অভিমান থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রণব কুমার ঝা'র মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের মাতম।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৪ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
১৭ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়

ধর্মের ভিত্তিতে নয় সংরক্ষণ হওয়া উচিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে। অন্যথায় সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথাযথ বলিয়া গণ্য হইবে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ বর্ণবাদী নামে খ্যাত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এমন অনেক পরিবার রহিয়াছে যাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই করুন। তাহাদের ছেলে মেয়েরা আর্থিক সংকটের কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। উচ্চ বর্ণবাদী কিংবা ব্রাহ্মণ হইলেও তারা সমাজে পিছাইয়া পড়িতেছে। এই শ্রেণীকেও সংরক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন।বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে দেশের সকল অংশের জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য সংবিধানে বেশ কিছু সংস্থান রাখা হইয়াছে। দেশের পিছিয়ে পড়া জনগণের স্বার্থ সুরক্ষা এবং তাহাদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য ভারতীয় সংবিধানে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা চাকরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য ১০ বছর সময়সীমা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ১০ বছর সময়সীমার মধ্যে ওই সমস্ত ক্যাটাগরির জনগণের সার্বিক উন্নয়ন না হইলে সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী আরো ১০ বছর এই অবস্থা বহাল রাখিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সুযোগে কাজে লাগাইয়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বছরের পর বছর ধরিয়া বহাল রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংরক্ষণের আওতাধীন মানুষগুলো সঠিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইহার মূল কারণ অনুস্মন করিলে দেখা যাইবে যাহাদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহারা সেই সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সেই কারণেই সংরক্ষণের সময়সীমা বাড়াইতে হইতেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করিয়া ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলিয়া নিয়া প্রকৃত সুবিধাভোগীদের মধ্যে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে।

বাতিল করা হইবে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ। বাড়ানো হইবে ওবিসি এবং এস টি কোটা। মন্তব্য করিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংরক্ষণ নীতিতে আমূল সংস্কার করিবার ইঙ্গিত দিলেন অমিত শাহ। বর্তমানে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ রহিয়াছে। এই মুহূর্তে মোট ১২.৭ শতাংশ মুসলিম নাগরিক বসবাস করেন। অমিত শাহ বলেন,বিরোধীরা পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মানুষের জন্য কোনও ভাবনাচিন্তা করে না। একমাত্র এই সরকার তাঁহাদের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করিবে। এমনটাই বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।এরপরই অমিত শাহ বলেন, ”ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের নিয়ম সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া হইবে। ওবিসি এবং এসটি কোটা বাড়ানো হইবে।আগামী ৩০ নভেম্বর তেলঙ্গানাতে বিধানসভা নির্বাচন। এক দফাতেই নির্বাচন হইবে সে রাজ্যে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ হইবে আগামী ৩ ডিসেম্বর। দেশের পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের দোরগোড়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের বক্তব্য ঘিরে নানা মহলে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

বামুটিয়ায় হেপাটাইটিস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: হেপাটাইটিস প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বাড়াতে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন বামুটিয়া শাখার উদ্যোগে সোমবার বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্ববহ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে আগামী এক বছরের জন্য ১১ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন চেয়ারম্যান: অভিজিৎ দাশগুপ্ত (ইনচার্জ, বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র), ভাইস চেয়ারম্যান: সুভাস পাল ও ডা. খোকন রায়, সম্পাদক: দুলাল পাল, সহ সম্পাদক: বাদল চন্দ্র দাস, কোষাধ্যক্ষ: নীলরতন সরকার, কার্যকরী সদস্য: অমরেন্দ্র দত্ত, কুল চন্দ্র সিং, সমীর দাস, কর্মজিৎ দত্ত ও শেখর আশ্চর্য্য সভায় হেপাটাইটিস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

নতুন কমিটি ভবিষ্যতে এলাকার স্বাস্থ্যসেবাকে আরও গতিশীল করতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আশ্বাস দেয়।

শেষে উপস্থিত সদস্যরা নবগঠিত কমিটির প্রতি শুভকামনা জানিয়ে হেপাটাইটিসমুক্ত সমাজ গঠনে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

আর্থিক সাক্ষরতা, সাইবার প্রতারণা বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

আগরতলা, , ৩ ডিসেম্বর,: আর্থিক সাক্ষরতা লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি জন্য এনবিএফসি ও, বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড যৌথভাবে রাজ্যে ”অর্থসূত্র সংবাদ” শীর্ষক সাক্ষরতা কর্মসূচি আয়োজন করেছে। এই উপলক্ষে আজ প্রেস ক্লাবে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইমের অতিরিক্ত সুপার নির্দেশ দেব, প্রেসক্লাবে র সভাপতি প্রণব সরকার, ত্রিপুরা টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি অর্থনৈতিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী গণমাধ্যম ও বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আর্থিক সাক্ষরতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আর বি আই এর নেওয়া উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য আর্থিক শৃঙ্খলা অনলাইন জালিয়াতি এবং অর্থব্যবস্থায় ইতিবাচক অনুশীলন সম্পর্কে জনগণকে সচেতনতা করা লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত অর্থায়ন পদ্ধতিকে সহজ করা যাতে প্রত্যেকে আত্মবিশ্বাস এবং স্পষ্টতার সঙ্গে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অনুষ্ঠানে শ্রীদেব বর্তমানে প্রতারকদের ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি কৌশল ও তুলে ধরেন এবং জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকলে নিজেরা ঝুঁকি নেওয়ার পরিবর্তে দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত সাইবার সম্পর্কিত যেকোনো জালিয়াতে রিপোর্ট করার জন্য তিনি টোল ফ্রি নাম্বার ডায়াল করার পরামর্শদেন।

সাব্রুমের কাঁঠালছড়িতে ১০ পরিবারকে উচ্ছেদের উদ্যোগে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩ ডিসেম্বর সাব্রুম মহকুমার কাঁঠালছড়ি গাঁও পঞ্চায়েতের মদনমোহন পল্লী দাস পাড়ায় ১০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করতে আজ সকালে আদালতের কর্মী ও পুলিশবাহিনী নিয়ে প্রশাসন উপস্থিত হলে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনের দাবি, ওই পরিবারগুলোর বসতভিটা সরকারি জমির ওপর হওয়ায় আদালতের নির্দেশ মেনে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তবে দখলদার পরিবারগুলোর অভিযোগ, তারা বহু বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছেন এবং অন্য কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না থাকায় সরতে পারবেন না।

উচ্ছেদ ঠেকাতে দখলদাররা প্রশাসনের সামনে দৃঢ় অবস্থান নেন। তাঁদের হুঁশিয়ারিজায়গা ছাড়ার চেয়ে প্রাণ দেওয়া ভালো। ফলে এলাকায় পরিস্থিতি চরম উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের অনেকে প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে হঠাৎ ও অমানবিক বলে দাবি করেছেন। পুনর্বাসনের স্পষ্ট ব্যবস্থা ছাড়া উচ্ছেদ হলে পরিবারগুলো সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে বলে তাঁদের বক্তব্য।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিমদের অবদান

সুকান্ত পাল

যে কোনো ইতিহাসের ছাত্রই জানেন যে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বোধে বাঙালির মুসলমান সমাজ নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে বেশ সময় নিয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসন এর ক্ষেত্র থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে সময় লেগেছে অনেক। নতুন শিক্ষার আলোর প্রভায় নিজেদের আলোকিত না করে ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি মুসলমান সমাজ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করে এ নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এই অবস্থা কাটি - ওঠার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সমাজের - অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা। মীর মোশারফ হোসেন তাঁর আত্মজীবনীতে (আমার জীবনী) লিখেছিলেন, চার বৎসর চার মাস চারদিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতেখড়ি) হইয়াছিল। গ্রাম্য শিক্ষক মুন্সি ভিন্ন পাস - করা মৌলবী আমাদের দেশে কেহ ছিল না। বাঙ্গালা বিদ্যা গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল। পুণ্যের জন্য আরবি শিক্ষা। কোরআন শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পাঠ বড়ই আশ্চর্য। অক্ষর পরিচয় হলেই কোরাণ শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়ে যাওয়া মাত্র, আরবি কোরআন শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। মুন্সি সাহেব বাঙ্গালার এ অক্ষর জানিতেন না। বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার এ চক্ষে দেখিতেন। আমার পূজনীয় পিতা একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতে না।' এই পরিস্থিতি থেকে সমাজের অগ্রগামী চিন্তক মানুষরা এক নতুন দীপশিখা নিয়ে পথ হাঁটা শুরু করলেন। নিজেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাংলায় ও অনুবাদ করার দাবি উঠলো। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাংলা ভাষার কবি আব্দুল হাকিম। সেলিনা হোসেন তাঁর প্রবন্ধ, বাঙালি মুসলমানের বাংলাভাষা - চর্চা: অগ্রযাত্রার দীপশিখা তে লেখেন, কবি আব্দুল এ হাকিম এর রচিত গ্রন্থের নাম নূরনামা। এই বইয়ের - শুরুতে একটি অধ্যায় আছে যার শিরোনাম "বাংলা - ভাষার বিতর্ক"। এখানে লেখা হয়েছে, মধ্যযুগীয় - মুসলিম কবিদের মধ্যে কয়েকজনের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ধর্মীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষা লিখিত হইবে কি না এই - বিষয়ে একটি বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল। কবি সৈয়দ সুলতানের লেখায় প্রকাশ পায় যে, এক শ্রেণীর লোক ধর্মীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। কবি সৈয়দ সুলতান বঙ্গভাষার গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষে থাকিয়া যুক্তি দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের মত খন্ডন করিতে প্রয়াস পান। তিনি তাহার বিরুদ্ধবাদী দিগকে মুনাফিক - আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন। গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীদের মতোই কিছু মুসলিম ব্যক্তিও ছিলেন এটা সহজেই অনুমান করা যায় এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সময় এবং সাধারণ মানুষের মানসিক চাহিদা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার কাছে এই গোঁড়ামি - চিরকালই পরাস্ত হয়ে এসেছে। ইতিহাস তাই বলে। এই নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে গিয়ে এই বক্তব্যই আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাংলা ভূমি ও বাংলা ভাষার ইতিহাসে যদি একটু সামান্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তবে দেখা যায় যে একেবারে মধ্যযুগ থেকে ভারত বর্ষ বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তিকাল (১৯৪৭) পর্যন্ত যে অঞ্চলটিকে বাংলা বা বাংলাদেশ নামে উল্লেখ করা হতো, এরকম কোনো রাজনৈতিক একত্ব বিশিষ্ট অঞ্চলের অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। সেই সময় থেকে এই অঞ্চলটি বিভিন্ন নামে পরিচিতি পরিচিত ছিল। যেমন পুন্ড্র, গৌড়, সুম্ম, রায়, তাম্রলিপ্তি, সমতট, হরিকেল, বঙ্গ প্রভৃতি নামের কিছু আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র জনপদ। তখনো কিন্তু বাংলা ভাষা প্রাকৃত, মগধীপ্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতির নানান রূপ পরিহার করে আমাদের বর্তমানের পরিচিত ভাষার রূপটি ধারণ করে উঠতে পারেনি।। এই ক্ষেত্রে আমরা নিহার রঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব) এর শরণাপন্ন হয়ে দেখি যে তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে, এইসব পৃথক পৃথক প্রাচীন জনপদ গুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নি, তা ঘটল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পেল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হল যদিও প্রাচীন আরণ্যক রামায়ণ মহাভারত এবং পাল ও সেন যুগের বিভিন্ন লিপিতে "বঙ্গ" শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুকুমার সেনের মতে, বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকার কালের গোড়ার দিকে চালিত হইয়াছিল। ফরাসী 'বাঙ্গালাহ' হইতে পোর্তুগীজ Bengala ও ইংরেজি Bengal আসিয়াছে।'' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম খন্ড)। প্রকৃতপক্ষেই বাংলা ভাষা, ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা অর্জন করে বাংলার মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আমরা জানি যে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো ভাষার ও সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবপ্রভাত শুরু হয় বাংলায় মুসলিম শাসকদের আমলেই। তখনই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ উৎসাহ দানে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়।' তেরো ইসলাম শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম অধিকারের আকস্মিক বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে চোদ্দো শতকের মাঝামাঝি বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে এদেশে শান্তি, সুস্থিতি ও সমৃদ্ধি বাড়তে থাকে। ইসলাম ধর্মের অভিঘাতে হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ স্তর ও নিম্নবর্ন স্তর গুলির আচার- ব্যবহার গত দূরত্বও অনেক কমে। সুলতান রাও উপলব্ধি করেন যে দেশে সুশাসন রক্ষার জন্য দেশের মানুষের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাদের সহযোগিতা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য তারা দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন'। এরফলে মুসলিম শাসনকালে রাষ্ট্রের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সংস্কৃতের বদলে বাংলা ভাষায় লিখিত সাহিত্য রচনার সাহস দেখাতে পারলেন। এদের মধ্যে মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এমনকি ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাসও ছিলেন। বাংলা ঘু ভাষা ও সাহিত্য তার প্রথম থেকেই এই বঙ্গে হিন্দু- মুসলিমের এক যৌথ সাধনায় পরিপুষ্টি লাভের দিকে এ অগ্রসর হয়। বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে স চন্ডীদাস কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস এবং মঙ্গলকাব্যের কবিদের সমসাময়িক কালে কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দিন থেকে শুরু করে আব্দুল হাকিম এবং আরাকান রাজসভার দৌলত কাজী সবাই ছিলেন।

> প্রকৃতপক্ষেই বাংলা ভাষা, ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা অর্জন করে বাংলার মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আমরা জানি যে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো ভাষার ও সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবপ্রভাত শুরু হয় বাংলায় মুসলিম শাসকদের আমলেই। তখনই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ উৎসাহ দানে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়।

হিন্দু মুসলিমের এক যৌথ সাধনার ফল বর্তমানের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল ভান্ডারটি আমাদের চমৎকৃত করে তা যে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের এক ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক চর্চার অবদান তা আমরা ভুলে যাই। উভয় সম্প্রদায়ের এক যৌথ সাধনার মধ্য দিয়েই সমগ্র পৃথিবীতে বাংলা সাহিত্য এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' নামক পুস্তকগুলিতে মুসলিম সাহিত্যিক ও ভাষার কারিগরদের নাম প্রায় উল্লেখ করাই হয় না। করলেও তা নামমাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের রচয়িতাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চেতনার দীনতা ও সংকীর্ণতাকেই যেমন প্রকাশ করে তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাসটা থেকে যায় আড়ালে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মুদ্রাস্ফীতি শোষণের কার্যকর হাতিয়ার

শিশির ভট্টাচার্য

প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক বা না হোক, পুঁজিবাদী সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য, কীভাবে, কোন ফিকিরে আপনার-আমার পকেটের টাকা ওরা এগারো জনের পকেটে নেওয়া যায়। অর্থনীতিবিদদের সাফাই হচ্ছে, এভাবে তাদের পকেটে মূলধন গঠিত হবে এবং ওই মূলধন পুনরায় বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান বাড়া মানে পণ্যের বিক্রি বাড়া এবং তার ফলে আখেরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমস্যা হচ্ছে, ওরা এগারো জনের পকেটস্থ টাকার খুব কমই বিনিয়োগ হয়, বেশিরভাগ বিদেশ পাচার হয়ে কানাডায় বেগমপাড়া, দুবাইতে মাইট্যা শেখপাড়া গড়ে ওঠে। এই অপকর্মের খুবই কার্যকর এক অপ-হাতিয়ার মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি সমাজের বেশিরভাগ লোকের শ্রেফ ক্ষতিই করে। সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ কমে যায়। ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু কষ্টে সংসার চালাতে গিয়ে মানুষ খামোকা দুশ্চিন্তায় ভোগে, সমাজে অস্থিরতা বেড়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে ও আখেরে কী কী ক্ষতি হয় ব্যক্তি ও সমাজের তা গবেষণার বিষয়।

কিনস সাহেব নিদান দিয়েছেন, বড়সড় কোনো যুদ্ধের পর সরকারকে যেকোনো ছুঁতায়, কোনো একটা অজুহাত বের করে ব্যয় বাড়াতে হবে, সে অবকাঠামো নির্মাণই হোক, কিংবা হোক অস্ত্রনির্মাণ। ব্যয় বাড়াতে হলে টাকা ছাপতে হবে। কতটা ব্যয় বাড়াতে হবে, কত টাকার বেশি ছাপা যাবে না? এই দুই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সরকারগুলো এই প্রশ্ন আদৌ করে কিনা সন্দেহ। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ এই পাঁচ বছর যুক্তরাষ্ট্র সরকার উপরোক্ত কিনসীয় নিদান মেনে চলেনি। মার্কিন সরকার তার ব্যয় ৭৫ কমিয়ে এনেছিল এবং দ্রব্যমূল্যের ওপর বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল। এ ধরনের বাজেট-কর্তন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিনসের হিসাবমতো বিপজ্জনক হবার কথা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি সংকোচিত হওয়া দূরে থাকুক বরং ফুলেফেঁপে উঠেছিল। ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে ডলারকে সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের 'সবেধন রিজার্ভমানি' ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে কাজ হচ্ছিল না, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা দিনকে দিন তার মূল্য হারাচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণের যে দাম নির্ধারণ করেছিল, আউন্সপ্রতি ৩৫ ডলার, বাজারে স্বর্ণের মূল্য তার চেয়ে বাড়তে শুরু করল। ডলার থেকে শুরু করে সব মুদ্রারই দাম কমছিল, বেশি মুদ্রা ছাপানোর কারণে। মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিল, রিজার্ভে জমা থাকা কিছু স্বর্ণ তারা বাজারে বিক্রি করে দেবে। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা ভেবেছিলেন, এর ফলে বাজারে স্বর্ণের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে স্বর্ণের দাম কমে আসবে।

তাই করা হয়েছিল এবং কয়েক মাস পর্যন্ত স্বর্ণের দাম নিম্নমুখী ছিল বটে। ডলার শুধু নয়, ফ্রাঁ, মার্ক, ইয়েন সব মুদ্রারই দাম কিন্তু কমছিল। সুতরাং ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশও চাইল, তাদের রিজার্ভ স্বর্ণ বাজারে ছেড়ে দিতে। কিন্তু তাদের স্বর্ণ তো জমা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের ভল্টে। একাধিক দেশ ওই স্বর্ণ ফেরত চাইল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি শার্ল দ্য গল ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত নিয়ে আসতে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন নিউ ইয়র্কে। ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জার্মানিও তার স্বর্ণ ফেরত পেতে চাইল।

এর ফলে প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণের রিজার্ভ কমে আসছিল এবং দ্বিতীয়ত, বাজারে স্বর্ণ বিক্রি করেও স্বর্ণের দাম কমানো যাচ্ছিল না। ১ আউন্স স্বর্ণের দাম ৩৫ ডলারের বেশি হওয়া মানেই ডলারের দাম কম— এ তথ্যে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। যাদের কাছে ডলার, ফ্রাঁ বা মার্ক ছিল, তারা কাগজের ডলারের ওপর বিশ্বাস রাখতে না পেরে স্বর্ণ কেনার দিকে ঝুঁকছিল। এর ফলে স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্বর্ণের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়ে ডলারের দাম কমাতে হয়েছিল। বর্তমানেও স্বর্ণের দাম উর্ধমুখী। এবারও কি মার্কিন সরকার ডলারের দরপতন ঘটাবে? এটা অনেকটা, 'খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে'— অর্থনীতির যুগান্তরের সেই বিখ্যাত সূত্র। খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে এই স্বতঃসিদ্ধের কথা আমরা জানি, কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এই প্রবণতার কথা বলেছিলেন, নিকট অতীতে বলেছিলেন থমাস গ্রেশাম (১৫১৯-১৫৭৯), অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে যা 'গ্রেশামের সূত্র' নামে পরিচিতি পেয়েছে। এটি মূলত মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতার প্রতিফলন। আপনি যদি নিশ্চিত জানেন যে কোনো মুদ্রা আসলেই খারাপ, অর্থাৎ মুদ্রাটি দ্রুত তার ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে কিংবা ধরা যাক, অনতিবিলম্বে এই মুদ্রা তার সব মূল্য হারাবে, তখন সেই মুদ্রা দিয়ে আপনি যা সামনে পাবেন, তাই কিনবেন, ডলার, স্বর্ণ ইত্যাদি পেলে তো ভালোই, না পেলে আপনি জমি কিনবেন, জমি না পেলে নারকেল কিংবা মিষ্টি কুমড়া হলেও কিনবেন, যতক্ষণ সুযোগ থাকবে।

'সকলি গরল ভেল!' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভেঙে গেল। ১৯৭১ সালের ১৫ অগাস্ট, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণমানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এই তারিখ থেকে স্বর্ণ এবং ডলারের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার সর্বশেষ সূত্রটিও ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে, পণ্য ও পুঁজির বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে আইএমএফ ডলারের সঙ্গে দেশীয় মুদ্রা এবং দেশীয় মুদ্রাগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণ করে আসছে। ফিয়াট মানির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে মার্কিন রাজনীতিতে এবং বিশ্বের রাজনীতিতেও। গৃহায়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কী পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন, তার ওপর এক সময় নির্বাচনে হার-জিত নির্ভর করত। ১৯৭১ সালের মধ্য অগাস্টের পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা, সে ডেমোক্র্যাট হোক বা রিপাবলিকান, ফিয়াট মানির ব্ল্যাংক চেক পেয়ে গেছেন। তখন থেকে অর্থনীতির অমোঘ সব নিয়ম মানার কোনো দায় তাদের আর নেই। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনো ইতরবিশেষ থাকে বলে মনে হয় না। ১৯৭১ সাল থেকে প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমলে সরকারি ব্যয় বছর বছর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। এই ব্যয় বৃদ্ধি সামাল দিতে ছাপানো হয়েছে যাচ্ছেতাই পরিমাণ ডলার এবং একই সঙ্গে কমেছে ডলারের দাম। মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যত মতপার্থক্যই থাক, দুটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতের পাক্কা মিল রয়েছে: ১. ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং ২. ডলারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হলে সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার ছাপিয়েছিল। যেহেতু স্বর্ণ রিজার্ভ রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছামতো ডলার ছাপাতে পারে এই আশায় যে ডলার যেহেতু বাকি পৃথিবীর রিজার্ভ মানি, সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোনো না কোনোভাবে ডলারের মূল্যহ্রাস তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দেবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কারণ ডলারের ওপরে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে: 'ইন গড উই ট্রাস্ট!'

প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দিচ্ছে কোনো ঈশ্বর নয়, তৃতীয় ও অনুন্নত বিশ্বের কোটি কোটি জনগণ। এর কারণ, তারাই সবচেয়ে গরিব। যারা যত বেশি গরিব, তারা পিরামিডের তত বেশি নিচে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদেরওপরেই সব চাপ গিয়ে পড়ছে। তৃতীয় বিশ্ব দিনকে দিন গরিব হচ্ছে, কারণ তারা নিজেদের শ্রম চুরি হতে দিয়ে ডলারের মূল্য সমুন্নত রেখেছে।

এটা ঠিক যে উন্নত দেশগুলো তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। উন্নত দেশের মুদ্রার বাৎসরিক স্টক টু ফ্লো গড়ে ৫ শতাংশ , সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ভাগ। কোনো কোনো অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশের বাৎসরিক গড় স্টক টু ফ্লো অনেক ক্ষেত্রে দশকের ঘর পার হয়ে শতকের ঘরেও চলে যায়, যদিও তাদের অর্থনীতি উন্নত দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে সংকুচিত। অনুন্নত দেশের মুদ্রার দাম উন্নত দেশের তুলনায় কম হবার এটা একটা বড় কারণ। মুদ্রাস্ফীতি অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের দুরারোগ্য রোগ বটে, কিন্তু আগে পরে এই রোগ থেকে উন্নত দেশও পুরোপুরি মুক্ত নয়। মুদ্রার পরিমাণ বছরে ৫ বৃদ্ধি হওয়া খুব বেশি মনে না হতে পারে, কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ যদি এই হারেও বাড়তে থাকে, মাত্র কুড়ি বছরে কোনো দেশের মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার কথা, যার মানে হচ্ছে, একই সময়ে ওই দেশের টাকার দামও অর্ধেক হয়ে যাবে। ঠিক এভাবেই স্বর্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রৌপ্যমুদ্রা একদিন তার মুদ্রাত্ব হারিয়েছিল এবং এই মূল্যহীন রোপীমুদ্রাকে দীর্ঘকাল মুদ্রা হিসেবে বহাল রেখে চিন ও হিন্দুস্থানকে জ্ঞাতসারে শোষণ করেছিল ব্রিটিশরাজ। স্বর্ণমুদ্রামানের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যার কথা কখনও শোনা যায়নি। চীনেও মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল, কাগজের মুদ্রার কারণে। আমাদের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা গুরুতর শুরু হয়েছে ঠিক তখন থেকে যখন থেকে ফিয়াট মানির যুগ শুরু হয়েছে। পাথর, পুঁতি, লবণ, ঝিনুক ইত্যাদি যখন মুদ্রা ছিল, তখনও মানুষ শোষিত হতো, কিন্তু ওই শোষণ অনুভূত হতে কিছুটা হলেও সময়ের প্রয়োজন হতো। রাই পাথর বা ঝিনুক তার মূল্য হারাতে কয়েক বছর বা কয়েক দশক সময় লেগেছিল, কারণ রাই পাথর বা ঝিনুক সংগ্রহ করা কমবেশি কষ্টকর ছিল। কাগজের ফিয়াট মানি ছাপানো এবং নকল করা এতই সহজ যে রাতারাতি এই মুদ্রা মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।

করোনাভাইরাস বা প্লেগের চেয়ে ভয়ঙ্করতর মহামারী এই মুদ্রাস্ফীতি, যার কারণে একটি জনপদের শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা সম্পদ ও সঞ্চয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই রোগের প্রাথমিক স্তরে মানুষ তার বিলাসদ্রব্যগুলো হারিয়ে ফেলে, তারপর এক সময় জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বস্তুগুলো সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। সম্পদ স্থানান্তরিত/ধ্বংস হওয়ার পর সংস্কৃতি ধ্বংস হতে দেরি হয় না। সম্পদ ও সংস্কৃতি-ধ্বংস সমান্তরালও হতে পারে। অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে, সংস্কৃতি তখন জানালা দিয়ে পালাতে পারে। এমত পরিস্থিতিতে, নিজের মনে পুষে রাখা রাগ ঝাড়ার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা একটি বলির পাঁঠা খুঁজতে থাকে। ১৯২০-এর দশকে জার্মানির ভাইমার গণপ্রজাতন্ত্রে ইহুদিরা, বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দুরা কিংবা ভারতে মুসলমানেরা এই ধরনের বলির পাঁঠা বৈ নয়। ফ্রান্সে যখনই মুদ্রাস্ফীতি সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন মুসলমান/ আরব/ অভিবাসী-বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু কিংবা ভারত-বিদ্বেষ এবং ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের সঙ্গে এই দুই দেশের মুদ্রাস্ফীতির সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। মুদ্রাস্ফীতি যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়, সমাজও তখন বর্বরতার চরমে পৌঁছে যায়। 'আমার এ চোখ পাথর তো নয়, তবু কেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়!' সুবীর নন্দীর গাওয়া গান। বাংলাদেশে বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির হার যদি হয় সরকারি হিসেব ৬ শতাংশ , তবে বাস্তবে সেটা ১০ শতাংশ -এর কাছাকাছি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে, বছরের প্রথমে সঞ্চয়পত্রে জমা রাখা ১ লক্ষ টাকা বছরের শেষে হয়ে যাবে ৯০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় বছরের শেষে ৮১,০০০, তৃতীয় বছরের শেষে ৭১,০০০০, চতুর্থ বছরের শেষে ৬১,০০০ এবং পঞ্চম বছরের শেষে ৫১,০০০ টাকায় দাঁড়াবে। না, না, ভয় পাবেন না, কাগজে কলমে ৫ম বছরের শেষে মূল ১,০০,০০০ ৫০,০০০ (সুদ) ১,৫০,০০০ টাকার মতো আপনার পাওনা হবে আয়কর কাটার আগে। কিন্তু টাকার ক্রয়ক্ষমতার বিচারে আপনি প্রকৃতপক্ষে পাবেন ৫১,০০০ (আসল) (ধরা যাক) ২৯,০০০ (সুদ/লাভ) ৮০,০০০ টাকা বা তারও কম। শুভমিতার গাওয়া একটা গান আছে: 'যে ভাবেই তুমি সকাল দেখো, সূর্য কিন্তু একটাই।' যে নামেই ডাকো, 'লাভ' কিংবা 'সুদ' এর কোনোটাই আপনি আসলে পাচ্ছেন না। সুদ খাওয়া পাপ মনে করে সঞ্চয়পত্র না কিনে টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখছেন যারা, ধরা যাক ৫ বছর ধরে এক লাখ টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখলেন, পঞ্চম বছরের শেষে দেখবেন ওই এক লাখ টাকা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে ৫১ হাজারের সমান হয়ে গেছে। ইসলামী বা বাণিজ্যিক যেকোনো ব্যাংক ব্যবস্থাতেই জমা রাখেন না কেন, আপনি টাকা হারাচ্ছেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকে সুদ নিলেও আপনার কোনো গুনাহ হবার কথা নয়, কারণ সুদ খাবেন কী, আসলই তো আপনার মুখ থেকে ফসকে যাচ্ছে। আজ থেকে বছর দশেক আগের কথা। সদরঘাটে এক মুচিকে দিয়ে আমার জুতা রঙ করাচ্ছি এক বিকেলে। মোবাইল ফোন তখন সবেমাত্র চালু হয়েছে এবং আমার সামনে দিয়ে এক রিকশাওয়ালা এক হাতে রিকশার হ্যান্ডেল এবং আরেক হাতে মোবাইল কানে ধরে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। মুচি রিকশাওয়ালার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন, 'গাঁজা-সিগারেটের ধোঁয়াটা তাও দেখা যায়, এই যন্ত্র দিয়া টাকাটা কখন, কীভাবে উইড়া যায় বোঝনই যায় না!'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত নেতা গৌরাঙ্গ ঠাকুরতার স্মরণসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার প্রভাব মোকাবিলায় শ্রীলঙ্কাকে ভারতীয় সহায়তা অব্যাহত, 'অপারেশন সাগর বন্ধু' চলমান

কলম্বো, ৩ ডিসেম্বর : ভারতের 'অপারেশন সাগর বন্ধু' শ্রীলঙ্কার ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়ের মোকাবিলায় অব্যাহত সহায়তা প্রদান করছে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৪৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৩৬৬ জন নিখোঁজ, এবং দেশের ২৫টি জেলা জুড়ে ১.৫৫ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে ক্যান্ডি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

ভারতের বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার আইএফসি ১৮৭৫ মন্দারাম নিউয়ারাতে ২০০০ কেজি ত্রাণ পাঠিয়েছে এবং ইরুংগুয়াট্টা থেকে ১৭ জন, তাদের মধ্যে একজন হৃদরোগী, উদ্ধার করেছে। আরেকটি ফ্লাইট কটমালে থেকে ২৪ জন যাত্রী, একটি গর্ভবতী মহিলা, পাঁচটি শিশু এবং বিদেশি নাগরিকদের কলম্বোতে নিয়ে এসেছে, এবং আইএফসি ১৮৮৫ পোরামাদুল্লাতে ২০০০ কেজি ত্রাণ এবং ১৯ জন সেনা পাঠিয়েছে।

একটি বড় মেডিকেল সহায়তা হিসেবে, ভারতীয় সি-১৭ বিমান একটি ফিল্ড হাসপাতাল এবং ৭০টিরও বেশি চিকিৎসকসহ মহিয়াঙ্গানায় পৌঁছেছে, যেখানে বেস হাসপাতালটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় ভারতের হাইকমিশনার সন্তোষ ঝা কলম্বো থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের সেদাওয়াটায় এনডিআরএফ কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন, যেখানে দলগুলো ৬-১০ ফুট পানিতে ডুবে যাওয়া এলাকায় দ্বারে দ্বারে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছে। গতকাল এনডিআরএফ দল ৪৩ জনকে উদ্ধার করেছে, এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার পর শ্রীলঙ্কায় মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে, বর্তমানে মৃতের সংখ্যা ৪৭৪ এবং নিখোঁজ ৩৫৬ জন, বহু দিন ধরে চলা প্রবল বন্যা এবং ভূমিধসে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে। ক্যান্ডি জেলা এখনও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, যেখানে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভারত 'অপারেশন সাগর বন্ধু' এর অধীনে তার মানবিক সহায়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে, আকাশ, সাগর এবং স্থলপথে ত্রাণ সহায়তা পাঠানো হচ্ছে। আইএনএস সুকন্যা ট্রিনকমালীতে ত্রাণ সরবরাহ নিয়ে এসে শ্রীলঙ্কা বিমান বাহিনী সেগুলো পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়েছে। এছাড়াও, ভারতীয় উদ্ধারকারী দলগুলো বড় আকারে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে এনডিআরএফ-এর কর্মীরা পুথালামে প্রায় ৮০০ জন আটকা পড়া বাসিন্দাকে সহায়তা করেছে, তাদের মধ্যে গর্ভবতী মহিলাও রয়েছে।

গতকাল, ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলি ৫.৫ টন ত্রাণ সরবরাহ করেছে, এবং অসামরিক এলাকা থেকে বহু মানুষকে উদ্ধার করে। একটি সি-১৭ গ্লোবমাস্টারও দ্রুত পরিপাটি করা ফিল্ড হাসপাতাল নিয়ে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছে, যেখানে অ্যাম্বুলেন্স, ট্রমা কেয়ার ইউনিট এবং অপারেটিং থিয়েটারসহ ৭৩ জন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ও উপ-রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সংবিধান সভার সভাপতিত্ব করার পাশাপাশি প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশকে অপূর্ব মহিমা, নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যগত স্পষ্টতা সহ সেবা প্রদান করেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে তাঁর সাধারণ জীবনধারা এবং সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করে বলেন, 'তাঁর সেবা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।'

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৮৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর বিহারের জিরাদিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি সংবিধান সভার সভাপতিও ছিলেন।

উপরন্তু, ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণনও আজ প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, উপ-রাষ্ট্রপতি স্মরণ করেছেন, 'ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ একজন বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যিনি সংবিধান প্রণয়নের সময় তাঁর প্রজ্ঞার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের সরলতা, সততা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি জীবনব্যাপী প্রতিশ্রুতি আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।'

সমাজ তখনই প্রকৃত উন্নত যখন বিশেষ সক্ষমদের সমান অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়: রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : আজ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, যে সমাজে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের সমান অধিকার দেওয়া হয়, কেবল সেই সমাজকেই প্রকৃত উন্নত বলা যায়। তিনি আরো বলেন, বিশেষ সক্ষমদের প্রতি দয়া নয়, সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদর্শন করা উচিত। রাষ্ট্রপতি আজ দিল্লিতে 'বিশেষ সক্ষমদের ক্ষমতায়ন জাতীয় পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, বিশেষ সক্ষমদের অসাধারণ অর্জনসমূহ সমাজের সকল মানুষের জন্য এক প্রেরণা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সরকারের উদ্যোগে বিশেষ সক্ষমদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে খেলাধুলায়। রাষ্ট্রপতি বলেন, '২০১২ সালের প্যারালিম্পিকসে ভারত মাত্র একটি পদক জয় করেছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের প্যারালিম্পিকে ভারত ২৯টি পদক জিতেছে, যা ভারতের প্যারা-অ্যাথলেটদের অগ্রগতির মান চিত্রিত করে।'অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষমতায়নে তাদের অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেন।

বিদেশ মন্ত্রণালয় 'মাদাদ' পোর্টালের মাধ্যমে ৩ বছরে ১ লাখ ৩৮ হাজার অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে: ড. এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর আজ বলেন, সরকার গত ৩ বছরে ' মাদাদ ' পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার গ্রিভ্যান্স (অভিযোগ) নিষ্পত্তি করেছে। তিনি আজ নতুন দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া''স ওয়ার্ল্ড অ্যানুয়াল কনক্লেভ ২০২৫' সম্মেলনে এসব কথা বলেন।ড. জয়শঙ্কর আরো জানান, ভারতীয় সম্প্রদায় কল্যাণ তহবিলের জন্য পাসপোর্টের ওপর প্রযোজ্য সেস থেকে প্রায় ২ লাখ ৩৮ হাজার বিপদগ্রস্ত মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারতে পাসপোর্ট পাওয়া এখন আর আগের মতো কঠিন নয়, কারণ বর্তমানে এটি দেশের ৫০০টিরও বেশি স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।'অবৈধ অভিবাসন ঠেকানোর বিষয়ে ড. জয়শঙ্কর বলেন, 'অবৈধ এবং অনিয়মিত চলাচল ভারতের স্বার্থের বিপক্ষে, তবে এটি প্রতিরোধে অন্যান্য দেশগুলির সহযোগিতাও প্রয়োজন।' তিনি এসব দেশ থেকে বৃহত্তর স্বচ্ছতা এবং একমতিপূর্ণ নথিপত্র এবং বহিষ্কার প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে 'চায়ওয়ালা' হিসেবে দেখানো কংগ্রেস নেত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে তীব্র বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : চলমান শীতকালীন অধিবেশনের সময়, সংসদের কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য এক কংগ্রেস নেত্রীর অবহেলা পূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট একটি বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাগিনী নায়কের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চা বিক্রি করতে দেখানো একটি এআই-জেনারেটেড ভিডিও শেয়ার করা হয়, যা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

গত রাতের একটি পোস্টে, কংগ্রেস নেতা রাগিনী নায়ক একটি ভিডিও শেয়ার করেন যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি কেটল এবং গ্লাস নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে হাঁটছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অতীতে বলেছেন যে, তার বাবা গুজরাটের বডনগর স্টেশনে একটি চায়ের দোকান চালাতেন, এবং ছোটবেলায় তিনি তাকে সাহায্য করতেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে, কংগ্রেস নেতা মণী শঙ্কর আইয়ার প্রধানমন্ত্রীর অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা নিয়ে তামাশা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি কখনই শীর্ষ পদে পৌঁছাতে পারবেন না। আজ, প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর তৃতীয় মেয়াদে রয়েছেন।

আইয়ারের মন্তব্যের দশক পর, কংগ্রেস নেতা নায়ক আবার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চায়ওয়ালা হিসেবে কটাক্ষ করেছেন, যা বিজেপির তীব্র প্রতিক্রিয়া এনে দিয়েছে।

বিজেপির শীর্ষ নেতা সি. আর. কেশভন বলেন, 'নায়কের পোস্ট কংগ্রেস নেতৃত্বের নীতিহীন মনোভাবের প্রকাশ। এটি দেশের ১৪০ কোটি পরিশ্রমী এবং মেধাবী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অপমান এবং এটি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওবিসি সম্প্রদায়ের উপর সরাসরি আক্রমণ।' তিনি আরও বলেন, 'কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং রাহুল গান্ধী এটাই হজম করতে পারে না যে, ভারতের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাদের নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের জন্য আবারও নির্বাচিত করেছেন, যেখানে রাহুল গান্ধী অহংকার এবং অধিকারবোধ নিয়ে জনগণের দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত।'

বিজেপির মুখপাত্র শাহজাদ পুণাওয়ালা বলেন, 'নামদার কংগ্রেস একটি কামদার প্রধানমন্ত্রীকে সহ্য করতে পারে না, যিনি ওবিসি সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছেন এবং অভাবের মধ্যে থেকেও পরিশ্রমের মাধ্যমে উঠে এসেছেন। তারা এর আগে তার চায়ওয়ালা পটভূমি নিয়ে তামাশা করেছে। তারা তাকে ১৫০ বার অপমানিত করেছে। তারা বিহারে তার মা-কে অপমানিত করেছে। জনগণ কখনোই তাদের ক্ষমা করবে না।'

নায়কের এই পোস্টটি শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতে সামনে এসেছে, যেখানে কেন্দ্র এক দীর্ঘ আইনগত এজেন্ডা প্রস্তুত করেছে, কিন্তু বিরোধী দলগুলি বিশেষভাবে নির্বাচনী তালিকার বিশেষ পুনঃসংশোধনের মতো মূল ইস্যুগুলিতে সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে।

মিয়ানমার-মানিপুর-আসাম অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মাদক চক্র ভেঙে দিল এনসিবি

গুয়াহাটি, ৩ ডিসেম্বর : গুয়াহাটি জোনাল ইউনিটের নার্কোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো একটি আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রকে উদঘাটন এবং ভেঙে দিয়েছে, যা মিয়ানমার-মণিপুর-আসাম অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এনসিবি কর্মকর্তারা মণিপুরের ঘন বনাঞ্চল দিয়ে পাচার হওয়া মাদক দ্রব্যের একটি চালান ট্র্যাক করেন, যা নিরাপত্তা চেক এড়াতে বারাক নদী দিয়ে ছোট মোটরবোটে পরিবহণ করা হচ্ছিল।গতকাল, এনসিবি সিলচরের কাছে বারাক নদীতে ওই মোটরবোটটি আটকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এক বিবৃতিতে এনসিবি জানায়, বিস্তৃত তল্লাশির পর মোট ৬ কেজিরও বেশি উচ্চমানের হিরোইন উদ্ধার করা হয়, যা ৫৩০টি সাবান কেসের মধ্যে দক্ষতার সাথে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং বাঁশ স্তরের নিচে গোপন করা হয়েছিল। উদ্ধার করা মাদক দ্রব্যের অবৈধ বাজার মূল্য প্রায় ১২.৫ কোটি টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই সফল অভিযানটি সিআরপিএফ-এর সঙ্গে যৌথভাবে এবং সিলচর পুলিশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সহায়তায় পরিচালিত হয়। এনসিবি এই অভিযানে সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সহযোগিতা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেছে।

সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করলেন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : আজ লোকসভা-তে বিরোধীদের স্পাইং বা নজরদারির অভিযোগ নাকচ করেছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি স্পষ্ট করেন যে, সঞ্চার সাথী অ্যাপের মাধ্যমে কোন প্রকারের স্পাইং বা নজরদারি করা সম্ভব নয় এবং তা কখনো ঘটবে না।

মন্ত্রী আরও জানান, ব্যবহারকারীরা ইচ্ছামত অ্যাপটি সক্রিয় করতে পারবেন এবং তাদের সুবিধা অনুযায়ী তা কোনো সময় নিষ্ক্রিয় বা মুছে ফেলতে পারবেন। তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি সরকারের লক্ষ্য হলো নাগরিকদের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা এবং এই সুবিধাটি নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে প্রবর্তিত হয়েছে।'সিন্ধিয়া জানান, ভারতবর্ষে বর্তমানে ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) মোবাইল ব্যবহারকারী রয়েছে এবং ২০২৩ সালে সঞ্চার সাথী পোর্টাল চালু করা হয়েছিল, যেখানে ২০২৫ সালে সঞ্চার সাথী অ্যাপটি চালু করা হয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকরা সাইবার প্রতারণা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। তিনি জানান, এই সেবার প্রতি অসাধারণ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে এবং ২০ কোটি হিট রেকর্ড হয়েছে সঞ্চার সাথী পোর্টালে, একই সঙ্গে ১.৫ কোটি মানুষ অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন।

মন্ত্রী আরও জানান, সঞ্চার সাথী পোর্টাল ও অ্যাপের মাধ্যমে ১.৫ কোটি জাল মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, এবং ২৬ লক্ষ চুরি হওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭ লাখ হ্যান্ডসেট তাদের আসল মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।সঞ্চার সাথী অ্যাপ ও পোর্টালটি নাগরিকদের সহজে এবং স্বচ্ছভাবে সুরক্ষা প্রদান করতে সহায়ক। ব্যবহারকারীরা কল লগ থেকে সন্দেহজনক প্রতারণামূলক কল রিপোর্ট করতেপারবেন, যাতে সচেতন নাগরিকরা কম জ্ঞাত ব্যবহারকারীদের রক্ষা করতে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারেন।

জাতীয় শিক্ষা নীতি মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষার পক্ষে, জানান শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাজ্যসভায় আজ প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষাকে সমর্থন করছে। তিনি জানান, সমগ্র শিক্ষা অভিযান, এনইপি এবং পিএম শ্রী একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্যও জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মন্ত্রী আরও জানান, 'সমগ্র শিক্ষা অভিযান জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশ অনুযায়ী চালানো হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হচ্ছে।'

তামিলনাড়ুর বিষয়ে মন্ত্রী প্রধান সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যের উল্লেখ করেন, যেখানে রাজ্যটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেনি এবং জওহর নবোদয়া বিদ্যালয় স্থাপনও করেনি। তিনি বলেন, 'এই পরিকল্পনাগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত, যাতে তা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হয়।'

শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান, সরকার বিদেশি প্রতিভা আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যেমন স্কিম ফর প্রমোশন অফ অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড রিসার্চ কল্যাবোরেশন, গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ অব অ্যাকাডেমিক নেটওয়ার্কস এবং স্টাডি ইন ইন্ডিয়া।

এছাড়াও, তিনি জানান যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে ডাবল ডিগ্রি এবং টুইন ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করেছে, যা পূর্বে ছিল না। মজুমদার জানান, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বিদেশে শাখা খোলার কাজ শুরু করেছে।

মহুয়া মৈত্রের অভিযোগ: ওড়িশা পুলিশ বেঙ্গলি শ্রমিকদের তাড়িয়ে দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র বুধবার অভিযোগ করেছেন যে, ওড়িশা রাজ্যের নায়াগড় জেলার পুলিশ তাদের বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও চারজন বেঙ্গলি মুসলিম ব্যবসায়ীকে জোরপূর্বক স্থানান্তরিত করেছে। তিনি দাবি করেছেন, পুলিশ তাদের ''রোহিঙ্গা'' বা ''বাংলাদেশি'' বলে মিথ্যা অভিযোগ তুলে এবং তাদের ১৮ বছর ধরে নায়াগড়ে বসবাসকারী এই শ্রমিকদের থানায় নিয়ে যায়।একটি ভিডিও বার্তায় মহুয়া মৈত্র বলেন, 'তোমরা তোমাদের কাজের জন্য মূল্য দিতে হবে, সাবধান হও।' তিনি আরও বলেন যে, এসব শ্রমিকের পিতা-মাতাও অনেক আগে থেকে নায়াগড়ে কাজ করতেন এবং তারা একেবারে দরিদ্র, শীতের পোশাকসহ অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ শ্রমিকদের বৈধ আধার এবং ভোটার পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের থানায় নিয়ে যায়। অনেক অনুরোধের পর পুলিশ শ্রমিকদের ছেড়ে দেয়, তবে তাদেরকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেয়।মহুয়া মৈত্র বলেন, 'তারা (পুলিশ) হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করেছে। বাড়ির মালিকরা তাদের বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, ফলে তাদের ২ লক্ষ টাকার মালামাল ফেলে চলে যেতে হয়েছে। তারা রাতারাতি চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।'

বাংলাদেশের জামাত নেতা পুত্রের বিতর্কিত মন্তব্য: 'ভারত ভেঙে না পড়লে শান্তি আসবে না'

ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুল্লাহিল আমান আজমি, জামাত-ই-ইসলামি দলের প্রাক্তন প্রধান গোলাম আজমের পুত্র, একটি উসকানিমূলক মন্তব্য করে ভারতসহ বিশ্বজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যতক্ষণ না ভারত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, ততক্ষণ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ শান্তি আসবে না।" তাঁর এই মন্তব্য বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি অনলাইন আলোচনা সভায় করা হয়।আজমি দাবি করেছেন, ভারতের সরকার সবসময় বাংলাদেশের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি রাখতে কাজ করছে। তিনি বলেন, "ভারত কখনোই শান্তি চায়নি, বরং দেশের মধ্যে অশান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করেছে।" তিনি আরও বলেন, "১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাকস অঞ্চলে ভারতের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট। ভারত সেখানে শান্তিবাহিনীকে আশ্রয়, অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ সরবরাহ করেছিল, যার ফলে বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল।"আজমি ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাকস শান্তি চুক্তি সইয়ের সমালোচনা করে বলেন, "শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ ছিল শুধু শো। প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি।" শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি দীর্ঘকালীন সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান ঘটে।আজমি, যিনি বাংলাদেশে একটি বিতর্কিত চরিত্র, প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত সম্পর্কে সমালোচনা করেন এবং আঞ্চলিক ভূরাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করেন। তার এই মন্তব্য এমন একটি সময়ে এসেছে, যখন ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ক পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর।

আজমির মন্তব্যের পর, ভারতের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা কর্নেল মায়াঙ্ক চৌবে বলেন, "এটি কোনো একক মন্তব্য নয়, বরং একটি 'মাইন্ডসেট'। ভারতকে এখন আরও সতর্ক থাকতে হবে। এই ধরনের মন্তব্যগুলো প্রকাশ্যে কেনাবেচা না হলেও অনেকদিন ধরে বাংলাদেশে কিছু শক্তি ভারতকে ভেঙে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছে।"এদিকে, বাংলাদেশে আগামী বছর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভারতের নজর থাকবে জামাত-ই-ইসলামির কার্যকলাপের ওপর, যেটি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-র এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগে অনেকদিন ধরেই বিতর্কিত। জামাত, যেটি একসময় শেখ হাসিনা সরকারের অধীনে নিষিদ্ধ ছিল, এখন মওলানা মুহাম্মদ ইউনুসের শাসনামলে আবারও রাজনীতির মঞ্চে ফিরে এসেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতের ছাত্র সংগঠন নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় দলটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।আজমির মন্তব্যের মাধ্যমে ভারতকে ভাঙতে চাওয়ার দাবি শুধু ভুল, বরং এটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা অস্বীকার করার এক পদক্ষেপ, যা রাজনীতির কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি একদিকে যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার অবমূল্যায়ন, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির জন্য এক বিপজ্জনক চিন্তা।বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল অমূল্য। ভারতই ছিল সেই দেশ, যার কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পেরেছিল।বাংলাদেশের জন্য প্রকৃত শান্তি কখনোই আসবে না যদি প্রতিবেশী দেশের অখণ্ডতা ধ্বংসের স্বপ্ন দেখে। বরং, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সম্মানের মাধ্যমে, যেখানে একে অপরের ইতিহাসকে সম্মান জানানো হবে।

'ভোট চোর গদি ছোড়' স্লোগানে ২ লক্ষের বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ, রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে ডাকযোগে পাঠাল প্রদেশ কংগ্রেস

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পায়ের যত্নে মাস্ক

পেডিকিউর ছাড়াও পায়ের ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কারণ ধুলাবালি, ময়লা ও দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পা।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পায়ের যত্নে উপকারী মাস্ক সম্পর্কে জানানো হল।

পায়ের পরিচর্যার জন্য কলা ও মধু দিয়ে তৈরি করতে পারেন মাস্ক।

উপকরণ: একটা পাকা কলা। এক টেবিল-চামচ মধু। 'ক্লিং র‍্যাপ' বা খাবার ঢেকে রাখার প্লাস্টিকের মোড়ক।

পদ্ধতি: কাঁটা-চামচের সাহায্যে একটা পাকা কলা পিষে নিন। এতে এক টেবিল-চামচ মধু যোগ করুন। ঘন মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন।

প্যাকটি ঘন করে পায়ে মেখে নিন। প্যাক ব্যবহারের পরে পা প্লাস্টিকের মোড়ক দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে রাখুন এতে আশপাশে তা ছড়িয়ে পড়বে না।

শুকানোর জন্য পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। পা পরিষ্কার করে এর আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

সৌরবিদ্যুতের খুঁটিনাটি

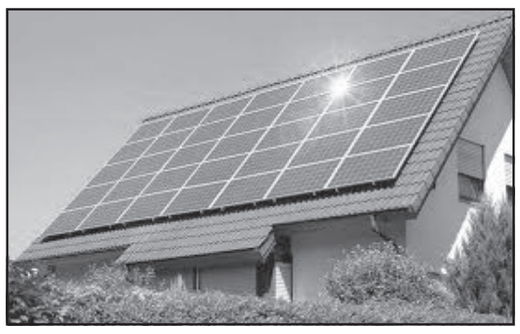

যদিও খরচান্ত ব্যাপার। তবে একবার বসাতে পারলে বিদ্যুত পাওয়া যাবে অনন্তকাল। মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ এয়ার কন্ডিশনারের দরদাম আর লাগবে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ। রাজধানীর মালিবাগের সোলার পাওয়ার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'এনার্জি সিস্টেম কোম্পানি'র মালিক ও প্রকৌশলী সেরাজুল ইসলাম বলেন, "মূলত ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ সোলারে পাওয়ারের ব্যাপক পরিসরে পরিচিত হয়। এর আগে দেশে এই প্রযুক্তি ছিল, তবে ছোট পরিসরে।" তিনি জানান, বর্তমানে সোলার প্রযুক্তি ক্রমেই উন্নতির পথে এগোচ্ছে। আগে সোলার প্রযুক্তি শুধু বিদ্যুৎ নেই এমন এলাকাতেই চোখে পড়ত। এখন শুধু মফস্বল এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নেই, এসেছে শহরেও। এই প্রসারের জন্য অনেকটাই গুরুত্ব রেখেছে সরকারি আইন।

এই আইন মোতাবেক ঢাকায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে হলে ভবনের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ 'সোলার সিস্টেম' দিয়ে পূরণ করতে হবে। আবাসিক ভবনের জন্য ৩ শতাংশ, বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৮ শতাংশ এবং শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসতে হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে।

তবে শুধু সরকারি বাধ্যবাধকতায় নয়, বিদ্যুৎ খরচ কমাতেও সোলারের প্রতি ঝুঁকছেন অনেকেই।

প্লাস্টিক বোতলে দিনের পর দিন জল খেলে কী কী রোগ হতে পারে

প্লাস্টিকের বোতলে দিনের পর দিন জল খেলে ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়বে? "আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন" এমনটাই দাবি করেছে। গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, প্লাস্টিকের বোতলে রাশি রাশি প্লাস্টিক-কণা জলের সঙ্গে মিশে থাকে। এই প্লাস্টিক জল খাওয়ার সময় শরীরে ঢোকে এবং শরীরে টক্সিনের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

বেশি মাত্রায় এই প্লাস্টিকের কণা শরীরে ঢুকলে তা শরীরে ইনসুলিনের তারতম্য ঘটায়। টাইপ টু ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা প্লাস্টিকের বোতলের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই গবেষণা করছেন। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্লাস্টিকের কণাকে বলা হয় "ন্যানোপ্লাস্টিক"। গবেষণা বলছে, ১ লিটার প্লাস্টিকের বোতলের জলে (৩৩ আউন্স) কম করেও ২ লাখ ৪০ হাজার প্লাস্টিক-কণা মিশে থাকে। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এগুলি জলের সঙ্গে শরীরে ঢুকে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এদের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ৫০০০ মাইক্রোমিটারের মতো। অর্থাৎ, মানুষের মাথার চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। প্লাস্টিকের বোতলের জলে এই সূক্ষ্ম প্লাস্টিক-কণাগুলিই মিশে থাকে। বাজারে যে জলের বোতলে পানীয় জল বিক্রি করা হয়, তার অধিকাংশই এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকে তৈরি। এই ধরনের বোতলে দিনের-পর-দিন জল পান করলে ক্যানসারের আশঙ্কাও বাড়ে। প্লাস্টিকের বোতল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় "বিসফেনল এ" বা "বিপিএ"-সহ একাধিক উপাদান, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, ন্যানোপ্লাস্টিক ও "বিসফেনল এ" যদি বেশি মাত্রায় মানুষের শরীরে ঢোকে, তা হলে তা বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কী কী রোগ হতে পারে, সেই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়েই গবেষকেরা দেখেছেন, বোতল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েক ধরনের প্লাস্টিক শরীরে ইনসুলিনের ক্ষরণে প্রভাব ফেলে। যা পরবর্তী সময়ে ডায়াবিটিসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৪০ জন প্রাপ্তবয়স্কের উপর পরীক্ষা করে এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি গবেষকদের। শুধু তা-ই নয়, প্লাস্টিকের "বিপিএ" হরমোন ও ক্রোমোজোম ঘটিত সমস্যাও ডেকে আনতে পারে। অধিক মাত্রায় প্লাস্টিক-কণা শরীরে জমলে পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। মহিলাদের হরমোন ক্ষরণে বাধা তৈরি করে। বিশেষ করে, ইস্ট্রোজেন হরমোনের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

নিমপাতা দিয়ে রূপচর্চা করলে কী কী বদল আসবে ত্বকে

ত্বকের সমস্যার শেষ নেই। বিশেষ করে বর্ষায় সঠিক যত্ন না নিলে ত্বকের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। কারণ এই সময় একেই বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি। ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে সংক্রমণের ভয় তো থাকেই। তাই রূপচর্চা করতে হবে একটু বুঝেশুনে। বর্ষায় রোজের রূপচর্চায় যদি নিমপাতা থাকে, তা হলে ত্বক নিয়ে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন পড়বে না। নিমপাতার ব্যবহারে ত্বকের কী কী উপকার হয়?

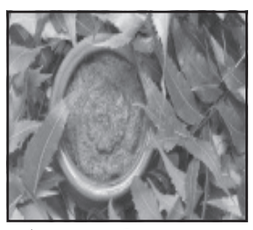

ঔজ্জ্বল্য বাড়ে- শীতের মতো বর্ষাকালেও ত্বক নিস্তেজ হয়ে যায়। জেল্লা কমে যায়। নিমপাতা জেল্লা ধরে রাখতে সাহায্য করবে। ত্বকের দাগছোপ, অস্বস্তি দূর করতেও নিমপাতার জুড়ি মেলা ভার।

মরা কোষ দূর করে-ত্বকের মৃত কোষ সহজে যেতে চায় না। নিমপাতা দারুণ এক্সফোলিয়েট। ত্বকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা মৃত কোষ নিমপাতার গুণে দূরে চলে যায়। ত্বক ভিতর থেকে পরিষ্কার দেখায়। মসৃণও হয় ত্বক।

ত্বক মসৃণ এবং কোমল রাখে- নিমপাতা ময়েশ্চারাইজার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। নিমপাতায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ত্বক ভিতর থেকে কোমল এবং মসৃণ করে তোলে। বলিরেখা, মেচেতার সমস্যাও দূরে যায় নিমপাতা দিয়ে রূপচর্চা করলে।

যেসব প্রসাধনী কেবল রাতে ব্যবহার করা উচিত

ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর প্রসাধনী বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন সবাই। তবে কোন পণ্য কখন ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকক্ষেত্রেই তা ভালো ফলাফল দেয় না।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কেবল রাতে ব্যবহার করতে হয় এমন কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

রেটিনল: ত্বক পুনর্গঠন করতে রেটিনল উপকারী। এটা বলিরেখা, ব্রণ ও ত্বকের পিগমেন্টেইশন কমায়। তাই রাতে ব্যবহারের জন্য রেটিনল সমৃদ্ধ প্রসাধনী বেশি ভালো।

অনেকেই মনে করেন, রেটিনল ত্বককে সূর্যের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে। কথাটা, আংশিক সত্যি। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ হল, সূর্যালোক রেটিনলের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। তাই দিনে রেটিনল সমৃদ্ধ পণ্য ব্যবহার কম কার্যকার হয়।

এক্সফলিয়েটিং অ্যাসিড: ত্বক এক্সফলিয়েট করতে 'এএইচএ' ও 'বিএইচএ' বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান। এগুলো ত্বকের ওপরের মৃত কোষ দূর করে। ফলে ত্বক স্বাস্থ্যকর ও সতেজ লাগে। বলা যায়, ত্বককে কোমল ও মসৃণ করতে এগুলো বেশ উপকারী।

গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও স্যালিসাইলিক অ্যাসড সমৃদ্ধ প্রসাধনী ব্যবহার ত্বকের সুরক্ষার স্তর দুর্বল করে ফেলে। এ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার ত্বককে আলো, বাতাস ও তাপের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে।

এসব কারণে এই ধরনের উপাদান সমৃদ্ধ প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করা উচিত।

ফেইস অয়েল: প্রাকৃতিক 'কোল্ড প্রেসড' তেল পুষ্টির ভাণ্ডার যা ত্বককে মসৃণ করে। এগুলো ত্বকের সুরক্ষার স্তরকে মজবুত করে ও উজ্জ্বলতা বাড়ায়। অনেক ফেইস অয়েলের সঙ্গে ত্বকের জন্য উপকারী নানা রকমের 'এসেনশল অয়েল' যোগ করা হয়।

'এসেনশল' তেলে মিথোক্সিপসোরালেন থাকায় তা তাপ, ঘাম ও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এসে ত্বকে জ্বলুনির সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও ভারী তেল ত্বকে ময়লা ও ব্যাক্টেরিয়া আটকে রাখে। ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেকারণে এসব পণ্য রাতের জন্যই ভালো।

'নাইট ক্রিম' ও 'স্লিপিং মাস্ক': এই ধরনের ক্রিম অপেক্ষাকৃত ভারী ও সারা রাত ত্বককে পুনর্গঠন ও মসৃণ করতে পারবে এমনভাবে তৈরি করা হয়। ফলে সকালে ত্বক আর্দ্র, মসৃণ, টানটান ও সতেজ লাগে দেখতে। তবে দিনে এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার ত্বকের তেল ও ঘামের নিঃসরণের ওপর প্রভাব রাখে। যা পরে লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলা ও 'ব্রেকআউট'য়ের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে।

ত্বক ও চুলের যত্নে চা পাতা

চা কেবল শরীর চাঙা রাখে না পাশাপাশি ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বাড়াতেও ভূমিকা রাখে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুল ও ত্বকের যত্নে চা পাতার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। বলিরেখা ও বয়সের ছাপ কমায় বয়সের আগে অনেকেরই ত্বকে বয়সের ছাপ ও বলিরেখা পড়ে যায়। এই সমস্যা কমাতে ঠাণ্ডা চা পাতার ব্যাগ ত্বকে ব্যবহার করুন। এটা চোখের চারপাশের ত্বককে টান টান করে, বলিরেখা কমাতে এটা সবচেয়ে সহজ উপায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

চোখের চারপাশের ফোলাভাব অনেকেরই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে চোখের চারপাশে ফোলাভাব দেখা যায়। এই সমস্যার সমাধান করতে ও চোখের চারপাশের বয়সের ছাপ কমাতে ঠাণ্ডা টি ব্যাগ ব্যবহার করুন। এটা চোখের চারপাশের ত্বককে টানটান রাখে ও এর প্রদাহনাশক উপাদান ও মৃদু ক্যাফেইন চোখ ফোলাভাব কমাতে সহায়তা করে।

চুল উজ্জ্বল ও মোহনীয় করে 'ব্ল্যাক টি' চুলে প্রাকৃতিক রং আনে। গোসলের পরে ঠাণ্ডা চা পাতা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন, এটা চুলকে কালো ও চকচকে করে। চাইলে এতে মেহেদি যোগ করে চুলের রং বাড়াতে পারেন।

দাগ কমায় 'ব্ল্যাক টি' অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা উন্মুক্ত রেডিকেল থেকে রক্ষা করে ও বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সহায়তা করে। 'ব্ল্যাক টি' দাগের ওপরে ব্যবহার করলে এটা দাগ কমাতে সহায়তা করে। তবে, ব্যবহারের আগে খেয়াল রাখতে হবে যেন গরম না থাকে, এতে ত্বকের ক্ষতি হবে। টি ব্যাগ ঠাণ্ডা করে ত্বকে ব্যবহার করতে হয়।

মিশ্র চুল যত্নে রাখার পন্থা

মাথার ত্বক তৈলাক্ত, চুলের আগা শুষ্ক ও রুক্ষ- এমন হলে আপনি মিশ্র চুলের অধিকারী। এই ধরনের চুল পরিষ্কার করতে ও যত্ন নিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মিশ্র চুল যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

সঠিক শ্যাম্পু ব্যবহার: মাথার ত্বক পরিষ্কার করে কিন্তু চুলের জন্য রুক্ষ নয় এমন শ্যাম্পু এই ধরনের চুলের জন্য উপকারী। মিশ্র চুলের অধিকারিদের মাথার ত্বক তৈলাক্ত থাকে ও আগার দিকটা থাকে শুষ্ক ও রুক্ষ। তাই ক্লে, ল্যাকটিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন ও ডিমেথেথিকন উপাদান সমৃদ্ধ শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন।

শ্যাম্পু পরিবর্তন: খুব বেশি চুল ধোয়া ক্ষতিকর। অতিরিক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করা হলে তা চুলকে শুষ্ক করে ফেলে। মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে সরাসরি শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। আর চুলের বাড়তি অংশ পরিষ্কারের জন্য শ্যাম্পু পনিতে গুলিয়ে ফেনা তৈরি করে ব্যবহার করুন। কন্ডিশনার বাদ দিবেন না: চুলকে মসৃণ ও কোমল রাখার জন্য কন্ডিশনার ব্যবহার করা জরুরি। শ্যাম্পু চুল থেকে যে আর্দ্রতা শুষে নেয়। আর তা পূরণ করতে কন্ডিশনার সহায়তা করে।

নিয়মিত হাঁটাহাঁটিতে সুস্থ হৃদপিণ্ড, সুন্দর জীবন

হাঁটা সবচেয়ে সহজ ব্যায়াম। ছোট-বড় যে কেউ নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন।হাঁটলে প্রাকৃতিকভাবে পাবেন সুস্থতা ও প্রাণবন্ত অনুভূতি।

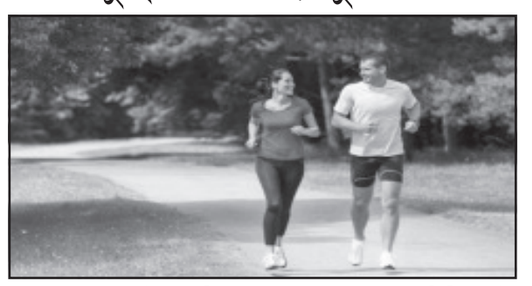

১. সুস্থ হৃদপিণ্ড, সুন্দর জীবনঃ যারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন তাদের হার্টের অসুখ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। এছাড়া হাঁটার সময় শরীর থেকে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিআর কমে যায় ও ভালো কোলেস্টেরল এইচডিআর-এর মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া শরীরের রক্তচলাচল স্বাভাবিক থাকে। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের স্ট্রোক এসোসিয়েশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটেন, তাদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। যাদের উচ্চরক্তচাপ রয়েছে, তাদের উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ হয়। এছাড়া নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করলে শতকরা ২৭ ভাগ পর্যন্ত উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যা কমে। ফলে হার্টের বিভিন্ন রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

২. বাড়বে সুস্থতাঃ যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে ডাক্তারের পরামর্শে তারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন। এতে অবশ্য তারা উপকার পান। মজার কথা এতে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমে যায়। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নিয়মিত হাঁটলে ৬০ ভাগ পর্যন্ত কোলন ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণের অসাধারণ ব্যায়ামঃ ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন রকম ব্যায়াম করতে দেখা যায়। যদি ওজন কমাতে চান, তবে প্রতিদিন ৬০০ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেটা একদিনের খাবার থেকে প্রাপ্ত ক্যালরির চেয়ে বেশি। যার ওজন ৬০ কেজি তিনি যদি প্রতিদিন ঘণ্টায় ২ মাইল গতিতে ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করেন, তবে ৭৫ ক্যালরি শক্তি ক্ষয় করতে পারেন। যদি ঘণ্টায় ৩ মাইল গতিতে হাঁটতে অভ্যস্ত হন তবে, ৯৯ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে পারেন। ঘণ্টায় ৪ মাইল গতিতে হাঁটলে আরও বেশি ক্যালরি ক্ষয় করতে পারবেন। এতে ক্যালরি ক্ষয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫০। হাঁটলে দেহের পেশীগুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৪. স্মৃতিশক্তি বাড়েঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সাধারণত মানুষের স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ৬৫ বা এর বেশি বয়সীদের মধ্যে প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ১ জনের স্মৃতিভ্রম হয়। আর ৮০ বা এর বেশি বয়সীদের ৬ জনের মধ্যে ১ জনের দেখা দেয় স্মৃতি হারানোর রোগ। নিয়মিত বিভিন্ন ব্যায়াম অনুশীলনে মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বাড়ে। এতে স্মৃতিহানি হওয়ার ঝুঁকি ৪০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়।

৫. পায়ের শক্তি বাড়ায়ঃ হাঁটলে শুধু পায়ের শক্তিই বাড়ে না পায়ের আঙুলেরও ব্যায়াম হয়। এছাড়া কোমর এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নড়াচড়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ থাকে।

৬. বাড়ে পেশীশক্তিঃ হাঁটলে শুধু পা চলে না দুহাতও সমান তালে চলে। এতে হাতের প্রতিটি জয়েন্ট, ঘাড় ও কাঁধের ব্যায়াম হয়। ব্যাকপেইনের সমস্যা কমে যেতে পারে নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে।

৭. ভিটামিন ডি দিনের আলোতে, বিশেষ করে সকালে হাঁটার অভ্যাস করলে শরীর ভিটামিন ডি-তে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন খাবার থেকে খুব অল্প পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত ৪ হাজার ৪৪৩ জনের শরীরে ভিটামিন ডি-এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে। দেখা গেছে যাদের শরীরে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত রয়েছে তারা অন্যদের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ সময় রোগটির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারে।

৮. প্রাণবন্ত শরীর ও মন সকালের প্রকৃতি এমনিতেই থাকে স্নিগ্ধ। এ সময় হাঁটার মজাই আলাদা। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের সময় মন স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে থাকে, শরীর ও মন সতেজ হয়। শরীরের প্রতিটি জয়েন্টে অক্সিজেনের প্রাণপ্রবাহে মাংসপেশীগুলো শিথিল ও রিলাক্সড হয়।

৯. সুখ প্রতিক্ষণঃ যাদের নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস, তাদের সঙ্গীর অভাব হয় না। একজন আরেকজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন আনন্দের মুহূর্তগুলো। সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বাড়ার পাশাপাশি মানসিকচাপ ও টেনশন কমে শুরু করে।

হার্টের সমস্যা শীতে ঝুঁকি এড়াতে কোন নিয়মগুলি মেনে চলা জরুরি?

শীতের মাঝামাঝি জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শীত আরও বাড়বে। ফলে সুস্থ থাকতে শীতে বেশি বাইরে বেরোতে বারণ করছেন চিকিৎসকেরা। বিশেষ করে যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের বেশি করে সুস্থ থাকা প্রয়োজন। এই সময়ে শরীরে জলের পরিমাণ কম থাকে। শরীরের পর্যাপ্ত আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হলে হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা এমনকি, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে। হৃদযন্ত্রজনিত কোনও সমস্যা থাকলে এই শীতে নিজের প্রতি বাড়তি যত্ন নিন। নিয়মিত ব্যায়াম, নুন কম খাওয়া, মানসিক চাপ কমানোর মতো বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এগুলি ছাড়াও শীতে সুস্থ থাকতে হৃদরোগীদের কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন।

১) শীতে বেশি না বেরোনোই ভাল। যথাসম্ভব বাড়ির ভিতরেই থাকুন। তবে কাজের প্রয়োজনে বেরোতে হয়ই। সে ক্ষেত্রে ছাতা, রোদচশমা ব্যবহার করা জরুরি। আর প্রয়োজন না থাকলে দিনের বেলা বাড়িতে থাকার চেষ্টা করুন।

২) শীতে চা, কফি, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় থেকে দূরে থাকুন। বরং বেশি করে জল খান। ডাবের জল, আখের রসের মতো কিছু পানীয়ও খেতে পারেন।

৩) ভারী পোশাক একেবারে নয়। বরং এই শীতে সুস্থ থাকতে পরনে থাকুক হালকা রঙের সুতির জামাকাপড়। ঘাম হয় এমন পোশাক না পরাই ভাল। হালকা জামাকাপড় পরার চেষ্টা করুন।

৪) হার্টের সমস্যা থাকলে শীতে নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করুন। যদি দেখেন রক্তচাপ একটু বেশির দিকে, তা হলে অতি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ৫) বেশি করে জল খান। হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত জল খাওয়ার বিকল্প নেই। রঙিন পানীয় একেবারে এড়িয়ে চলুন। বেশি করে জল জাতীয় মরসুমি ফলও খেতে পারেন।

বাঁ উরুর উপর ডান পা এবং ডান উরুর উপর বাঁ পা রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। এ বার দু'হাত সোজা করে হাঁটুর উপর রাখুন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এই ভাবে বসা অভ্যাস করুন মিনিট পাঁচেক।

ফুলের সুবাসে বশে থাকবে উদ্বেগ

গন্ধ ভাল গন্ধ শুধু যে মন ভাল করে দেয় তা-ই নয়, গন্ধ মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। অফিস-বাড়ি মিলিয়ে প্রতিদিনের হাজার ঝক্কি, লক্ষ্যপূরণের চাপে ইদানীং প্রত্যেকের জীবনেই মানসিক চাপ বাড়ছে। ক্রমাগত মানসিক চাপ থেকে উদ্বেগও তৈরি হচ্ছে। তবে প্রতিদিনের এই চাপ-উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে ফুলের সুবাস।

বাজার থেকে ফুল কিনে আনার পাশাপাশি, কিছু ফুলের গাছ বাড়িতেই করা যায়, তা হলে তা আরও ভাল। ল্যাভেন্ডার- দেখতেই যেমন সুন্দর, গন্ধও তেমন স্নিগ্ধ। এর গন্ধে মন হয় শান্ত। অ্যারোমা থেরাপিতে ল্যাভেন্ডার ব্যাবহার করা হয় মানসিক চিন্তা, উদ্বেগ কমাতে। ক্যামোমাইল- ক্যামোমাইল ফুল থেকে চা-ও তৈরি হয়। যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এর গন্ধ মন ভাল করে তুলতে পারে। উদ্বেগ, চাপ কমাতে ক্যামোমাইলের গন্ধ বিশেষ সহায়ক। জুঁই- গরমের দিনে ফোটে এই ফুল। যেখানে গাছ থাকে, তার বেশ খানিক দূর থেকেই এর মিষ্টি গন্ধ টের পাওয়া যায়। সাদা ফুলটি প্রায় সকলেই পছন্দ করেন। বাড়িতে যদি জুঁইয়ের গাছ থাকে, তা হলে টাটকা ফুলের মিষ্টি সুবাস এমনি মিলবে। না-হলে ঘরের মধ্যে একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে জুঁই ফুল ছড়িয়ে রাখলেও ঘর ভরে যায়। ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরলে সেই গন্ধ নিমেষে মন ভাল করে দেয়। গোলাপ- এর রূপ-গন্ধ নিয়ে আলাদা কিছু বলার অপেক্ষা থাকে না। কবিতা থেকে গান, প্রেম সর্বত্রই এই ফুল। অ্যারোমাথেরাপিতে এই ফুলের ব্যবহার হয় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে ও মন ফুরফুরে রাখতে। প্যাশন ফ্লাওয়ার- এই ফুলের গন্ধেও এমন কিছু আছে, যা মনকে অশান্ত মনকে শান্ত করে তুলতে সাহায্য করে। উদ্বেগ কমায়।

এসইউসিআই'র উদ্যোগে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবস পালন।

ভারতের উন্নয়ন রূপরেখা কম কার্বন নির্গমনের দিকে, বললেন মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব আজ ভারতকে একটি কম কার্বন অর্থনীতির ভিত্তিতে উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। আজকের ভারত এজ সম্মেলনে 'গ্রীণ গ্রোথ' বিষয়ক অধিবেশনে মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ভারত বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত, বিশেষ করে মানবসৃষ্ট এবং ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে। মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব বলেন, ভারত এখন একটি বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে উদিত হয়েছে, যেখানে উন্নয়নকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে, অপর্যাপ্ততা দূর করার জন্য সবুজ প্রযুক্তি ও টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ভারতের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা কম কার্বন অর্থনীতি, শক্তি স্বাধীনতা এবং টেকসই উন্নয়নের একটি সুরবিন্ধ মডেল অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হবে।

এদিনের বক্তব্যে মন্ত্রী বলেছেন, 'পরিষ্কার শিল্পায়ন কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, উদ্ভাবন, স্থিতিস্থাপকতা এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির জন্য একটি ত্বরান্বিত শক্তি।' তিনি আরও যোগ করেন যে, সিস্কুলার ইকোনমি এবং এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি শিল্পের রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি রূপক হিসেবে কাজ করছে।

ভূপেন্দর যাদব আরও উল্লেখ করেন যে, ইপিআর প্রবর্তিত হলে ৩৩ লাখ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে, যা একটি সবুজ-দক্ষ কর্মশক্তি গঠনে সহায়ক হবে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন মিশন লাইফ, গ্রিন অডিট নিয়মাবলী, সেগুলি সিস্কুলার অর্থনীতির মূলনীতি অনুসরণ এবং পরিবেশগত শাসনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।মন্ত্রী বলেন, 'এই পদক্ষেপগুলি জলবায়ু প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং পরিবেশগত শাসন সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে।'

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: COMMANDANT,6TH BN TSR(IR-II)/PNIT/01/2025-26.

COMMANDANT,6TH BN TSR(IR-II), Ramchandraghat, Khowai, Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 1600 Hours on 15/12/2025 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Construction of tubular structure shed with GCI sheet roofing on the roof of Quarter Guard building at 6th Bn TSR HQr. Ramchandraghat, Khowai. (DNIT No. Comdt.6th Bn TSR(IR-II)/ DNIT/01/2025-26)	6,57,407	13,148	60(Sixty) days	Upto 1600 Hrs on 15/12/ 2025	At 16.30 Hrs on 15/12/2025	https:// tripuratenders .gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only through online at website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closed

ICA/C-3246/25

(Sankar Debnath,IPS)
6th
Commandant
Battalion TSR(IR-II)
Ramchandraghat, Khowai, Tripura

প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন সহায়তা প্রতিষ্ঠান চেয়ার করার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ

স্টকহোম, ৩ ডিসেম্বর : ভারতকে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন সহায়তা প্রতিষ্ঠান -এর চেয়ার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের পক্ষে আজ স্টকহোম, সুইডেনে এই চেয়ারশিপ গ্রহণ করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

ভারতের চেয়ারশিপ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, 'সমগ্র বিশ্ব জানে এবং স্বীকার করে যে, ভারতের নির্বাচনগুলি সফলভাবে মুক্ত, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়।' তিনি আরও বলেন, 'এটি ভারতের সমস্ত নাগরিক এবং নির্বাচনকর্মীদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত।'

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইডিইএ একটি আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান, যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৭টি দেশ, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান পর্যবেক্ষক হিসেবে রয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে এটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পর্যবেক্ষক স্থিতি অর্জন করেছে। ভারত আন্তর্জাতিক আইডিইএ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এটি নির্বাচনী গবেষণা, ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয় পর্বে ৪৭ কোটি ফর্ম ডিজিটাইজড, জানাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : নির্বাচন কমিশন আজ জানিয়েছে, বিশেষ তীব্র পুনঃ সংশোধন পর্ব-২ চালুর পর থেকে ৫০ কোটি ৯৭ লাখেরও বেশি গণনা ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে, যা প্রায় ৫১ কোটি ভোটারের মধ্যে ৯৯.৮৩ শতাংশকে কভার করবে। এই প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৭ কোটি ফর্ম ডিজিটাইজ করা হয়েছে।

বিশেষ তীব্র পুনঃসংশোধন পর্ব-২ এর কাজ ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে, এবং এটি চলবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত, যখন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। এই পর্বে অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলো এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো হলোছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পুদুচেরি, লক্ষদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এ পর্বের লক্ষ্য হল ভোটার তালিকা সঠিক ও আধুনিক রাখা, যাতে কোনো ভোটার বাদ না পড়েন এবং ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়।

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে, এবং এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-21/AGRI/EE/MECH/2025-26

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Agri Mechanical Division, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 16/12/2025.

Sl No.	DNIEOI NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Docoment	EMD	Last date & Time of e-bidding	Bid Opening Date	Eligibility of the bidder
1	e-08/AGRI/EE(M)/ 2025-26	Setting up of Automation Irrigation System & Water Harvesting System for Centre of Excellence, Flower at Lambucherra under INDU-DUTCH work plan. S/H:- Supply of Machinery Equipments (2nd Call)	Rs. 13,54,440.00	Rs. 1,000/-	Rs. 27,089	16/12/2025 Upto 3.00 PM	16/12/2025 4.00 PM (If Possible)	Bonafide Prospective Manufacturers Authorized Distributors / Dealers / Supplying Agencies Firms having adequate experience in successful supply of Laboratories Instrument/ Equipment to the State Govt./Central Govt. or the State/Central Govt. undertakings, PSUs /Agencies or Corporate Sectors of high reputation with a minimum period of three years.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

ICA/C-3242/25

(Er. Falgun Debbarma)
Excutive Engineer (Mech.)
Agri Mechanical Division
Office Lane, Agartala

1st CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Shyamal Malakar, Forester, Attached Officer of Forest Protection Unit (FPU), Teliamura under Sub - Divisional Forest Officer, Teliamura vide his Offence Report No. 17/FPU-TLM/ 2025 - 26 dated 25.11.2025 & Memo. No. 08/FPU-TLM/ 2025-26/ 302 304 dated 26.11.2025 & endorsement by the Sub-Divisional Forest Officer, Teliamura vide No. F.10 - 2/ OR/Seized-Veh/SDFO/TSD-2025 - 26/TR06A 1852/5550-52 dated 27.11.2025 that on dated 25.11.2025 at about 12:00 AM, while performing patrolling duty along with accompanied staff over Brahma Cherra area, they have noticed a vehicle Bolero Maxi Truck loaded with River sand was running along the road Brahma Cherra to Ampi, seeing that they gave signal to stop the vehicle for possession of said forest produce, after stopping they have searched over the vehicle and found River Sand volume: 1.839 m3, which vehicle's bearing Registration No. TR06A 1852 Bolero Maxi Truck with Engine No. TLL4C76750 & Chassis No. MAIZP2TLKL6C39260 Model: Bolero Maxi Truck, Colour: not available was carrying River Sand with lapse TP, which legal time 8: 10 AM till 11:20 AM and other documents were found correct, which is apparently, procured illegally.

AND WHEREAS, it has been reported Sri Shyamal Malakar, Forester, Attached Officer of Forest Protection Unit (FPU), Teliamura being satisfied about illegally collection & transportation of said forest produce by using the vehicle he has seized the vehicle bearing Registration No: TR06A- 1852 Bolero Maxi Truck with Engine No. TLL4C76750 & Chassis No. MAIZP2TLKL6C39260 Model: Bolero Maxi Truck, Colour: not available along with River Sand volume: 1.839 m3 from the Brahma Cherra area and brought it to the Range Office Complex, Teliamura for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon by vide notification No .F7(86)/For/FP-86/14469 date, 09/06/1987 and No.F.13 (103)/For/Esst-2014/ 50233-297 dated 12/02/2015 of the Forest Department Government of Tripura as an Authorized officer for the purpose under Sub-sec.2 of Sec.52 (A) of Indian Forest (Tripura second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate said seized vehicle bearing Registration No TR06A- 1852 Bolero Maxi Truck with Engine No. TLL4C76750 & Chassis No. MAIZP2TLKL6C39260 Model: Bolero Maxi Truck, Colour: not available for its use in collection & transportation of forest produce of questionable origin in commission of Forest Offence U/s: 41, 42, 52 & 52(A) of Indian Forest Act, 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

NOW THEREFORE, it is hereby brought to the notice of the legal owner (s) / authorized representative of the said vehicle to prefer his/her/ their claim over the seized vehicle before the Authorized Office (District Forest Officer Khowai) within 30 (thirty) days from the date of issue of this Notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized vehicle. If the owner (s) or his/her/their authorized failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period, the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces should be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produces will remain under safe custody at Teliamura Range office complex.

Issued under my seal & signature this day on 3rd Dec, 2025

(Ashok Kumar, IFS)
Authorized Officer District
Forest Officer Khowai District

ICA/D-1453/25

AFFIDAVIT

I, Gayetri Dasgupta W/O Chandan Dasgupta, resident of Indranagar Satsang Chowmuhani, PO-Kunjaban, Agartala, West Tripura-799006 do hereby declare that I have changed my name from Gayetri Dasgupta to Gayatri Dasgupta and henceforth I shall be known as Gayatri Dasgupta in all purpose vide affidavit No. 2722 sworn before the Notary Public at Agartala on 21.11.2025. Gayatri Dasgupta and Gayetri Dasgupta both are same and one identical person.

PNIT No.: 75/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 26th November, 2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class& Category registeredwith any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

DNIT No :	72/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Name of work :	Mtc. of Govt. office building during the year 2025-26/SH: Repairing / Maintenance of building portion in/c internal painting as well as external painting of different office building Roof Grading, Water Supply, Sanitary installations and other allied works at different types of office building in the premises of Gurkhabasti, Agartala West Tripura.
Estimated Cost :	Rs. 9,68,458.00
Time of Completion :	Rs. 365 Days
Earnest Money :	rs. 19,369.00
Last date and time of Submission of Bid :	06/12/2025 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-3255/25

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings) Agartala, West Tripura

প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন সহায়তা প্রতিষ্ঠান চেয়ার করার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ

স্টকহোম, ৩ ডিসেম্বর : ভারতকে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন সহায়তা প্রতিষ্ঠান -এর চেয়ার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের পক্ষে আজ স্টকহোম, সুইডেনে এই চেয়ারশিপ গ্রহণ করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

ভারতের চেয়ারশিপ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছেন, 'সমগ্র বিশ্ব জানে এবং স্বীকার করে যে, ভারতের নির্বাচনগুলি সফলভাবে মুক্ত, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হয়।' তিনি আরও বলেন, 'এটি ভারতের সমস্ত নাগরিক এবং নির্বাচনকর্মীদের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত।'

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইডিইএ একটি আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠান, যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৭টি দেশ, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান পর্যবেক্ষক হিসেবে রয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে এটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পর্যবেক্ষক স্থিতি অর্জন করেছে। ভারত আন্তর্জাতিক আইডিইএ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এটি নির্বাচনী গবেষণা, ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gakulnagar, Sepahijala, Tripura invites sealed tenders vide PNIT No. 29 / EE-BSLD / PWD(R&B) / 2025-26, Dated- 25th Nov, 2025 for hiring of 1 (One) no. vehicle MARUTI EECO (Petrol) for the office mentioned below:-

1/ Hiring of 01 (one) no MARUTI EECO (Petrol) vehicle of 01.01.2020 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the SDO, PWD(R&B) Bishalgarh Sub-division, Bishalgarh, Sepahijala Tripura during the year 2025-26

Estimated Cost: 2,49,060/-

DNIT. No. 60/R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 01th Dec, 2025 to 15th Dec, 2025 and last date of dropping of tender is 17th Dec, 2025 up to 3:00pm.

Last Date of receipt of application: 12th Dec, 2025

For details please see Tender Notice

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

ICA/C-3251/25

File No.1 (72)-TUDA/PROJECT/2025/ 11526-546 Date: 01.12.2025
PNIET No.: 76/CE /CP/EE/TUDA/2025-26 Date:01.12.2025

The Executive Engineer, TUDA, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in two bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm having experience as per eligibility criteria [SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work through e-procurement portal

Name of work: River Front Development upto 1 Km stretch along Gomati River (with provision of ghats) under the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-25/S.H. Construction of Ghats along with River Front Development infront of Ramthakur Ashram in Udaipur, Gomati, Tripura (Phase-1)(L=250.00m).

1. DNIeT No.: 68/CE/CP/EE/TUDA/2025-26 Date: 28/11/2025
2. Estimated Cost: Rs. 8,84,92,572.00 (Rupees Eight Crore Eighty-Four Lakh Ninety-Two Thousand Five Hundred Seventy-Two) only.
2. Bid Fee: Rs. 10,000.00 (Rupees Ten Thousand Only)
3. Earnest Money: Rs 17,70,000.00 (Rupees Seventeen Lakh Seventy Thousand Only).
4. Time of Completion: 365 days
5. Last date & time for online Bidding: 11.12.2025 up to 15:00 Hours
6. Bid Opening Date and Time:
7. Pre-bid meeting:
11.12.2025 up to 16:00 Hours
06.12.2025 at 13:00 Hours

Note: The bid forms and other details including online activities should be done only in the e- procurementportal https://tripuratenders.gov.in .

Submission of Bids physically not permitted.

ICA/C-3260/25

Executive Engineer
Tripura Urban Planning & Development Authority (TUDA)
Agartala, West Tripura

পলাতক আসামির সন্ধান চাই

Ref. - Amtali PS Case No. 107/2025, dated 09/10/ 2025 U/s 329/(4)/121(1)/132//304(2)/3(5) BNS.

(১) সৌরভ সরকার, পিতা শ্রী ভজন লাল সরকার, সাং মুরাবাড়ি, এস.ডি.এম অফিস, বিশালগড়, থানা বিশালগড়, সিপাহীজলা ত্রিপুরা এবং

(২) পায়েল আলম, পিতা খুরশিদ মিয়া @ খুরশেদ আলম, সাং ঘনিয়া মারা, স্কুলের সন্নিকট, থানা বিশালগড়, সিপাহীজলা ত্রিপুরা। উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করেছে।

উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমার পলাতক আসামি সৌরভ সরকার এবং পায়েল আলম সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) আমতলী থানা- ০৩৮১-২৩৭-০৩৮৫

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1456/25

জম্মু-কাশ্মীরে ওমর আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বৈঠক, নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস

জম্মু, ৩ ডিসেম্বর : আজ সকালে জম্মুতে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন দপ্তরের প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে।

বৈঠকে রোডস অ্যান্ড বিল্ডিংস দপ্তরের পদোন্নতি, তাদের সিনিয়রিটি নিশ্চিতকরণ এবং পশু সুরক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়।

আকাশবাণী জম্মু প্রতিনিধির সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে শাসন ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত একাধিক প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিদ্যুৎ, সংরক্ষণ এবং শীতকালীন প্রস্তুতি সম্পর্কিত বিষয়ও বৈঠকে উঠেছে। আর এন্ড বি দপ্তরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি এবং সেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা শেষে অনুমোদিত হয়, পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের সহযোগী সমাজগুলির শক্তিশালীকরণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে।

অন্যান্য কার্যসূচি যেমন প্রশাসনিক সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন বিভাগের দৈনিক মজুরির বিষয়েও আলোচনা হয়। মুখ্য সচিবকে এসব সমস্যা সমাধানে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে দৈনিক মজুরিদের জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এবং এর দ্রুত সমাধান করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পশু সুরক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে, যা প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিধিমালা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থা পরিচালনায় সাহায্য করবে। বৈঠকটি একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে সমস্ত অমীমাংসিত বিভাগীয় রিপোর্ট দ্রুত জমা দেওয়া হয় এবং আজকের সব সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়।

ইন্ডিগোর ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিলের কারণে হাজার হাজার যাত্রী বিপাকে

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ব্যাপক ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিলের সম্মুখীন হচ্ছে। বিমানবন্দরগুলোর অতিরিক্ত চাপ এবং অপারেশনাল সমস্যার কারণে হাজার হাজার যাত্রী বিমানবন্দরেই আটকে পড়েছেন।

বুধবার, দিল্লি, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং বেঙ্গালুরুর মতো একাধিক বিমানবন্দর থেকে দুপুরের মধ্যে ২০০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সংবাদ সংস্থা অনুযায়ী, দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অন্তত ৩৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, আবার বেঙ্গালুরু ও মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে ৭০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এছাড়াও, হায়দ্রাবাদে ১৯টি ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, যার মধ্যে আসা এবং যাওয়া উভয়ই রয়েছে। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে আরও ২০টি ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

গত এক সপ্তাহে ইন্ডিগোর ফ্লাইটে যাত্রীদের এক থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২ ডিসেম্বর ইন্ডিগোর মাত্র ৩৫ ফ্লাইট সময়মতো চলেছিল এবং ১ ডিসেম্বর তা ছিল ৪৯.৫।

একটি বিবৃতিতে ইন্ডিগো জানিয়েছে, 'গত কয়েকদিনে বিভিন্ন কারণে, যেমন প্রযুক্তিগত সমস্যা, বিমানবন্দর ভারী চাপ এবং অপারেশনাল প্রয়োজনীয়তার কারণে আমাদের কিছু ফ্লাইট বিলম্বিত এবং বাতিল হয়েছে। আমাদের টিম স্বাভাবিক অপারেশন দ্রুত পুনঃস্থাপনের জন্য কাজ করছে।'

এছাড়া, বিমানের যাত্রীদের বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা বা অর্থ ফেরতের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। 'আমাদের টিম যত দ্রুত সম্ভব অপারেশন স্বাভাবিক করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে... আমরা এই বিঘ্নের জন্য আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের কাছে দুঃখিত,' বিবৃতিতে বলা হয়েছে।যাত্রীদের ফ্লাইটের স্ট্যাটাস আগেই চেক করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যাতে বিমানবন্দরেই কোনও অযথা ভোগান্তি না হয়।

ইন্ডিগো সম্প্রতি পাইলটের ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) নীতির কারণে হয়েছে। গত মাসে যখন এই নীতির দ্বিতীয় পর্ব কার্যকর হয়, তখন এটি শ্রমিকদের জন্য আরও মানবিক রোস্টারিং নীতির প্রবর্তন করে। এই নীতির কারণে ইন্ডিগোতে ফ্লাইট বাতিল এবং বিলম্বের ঘটনা বেড়েছে।নতুন এই ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) নীতির মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় এবং রাতের সময় বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি, রাতের সময় কমাতে দুটি পর্যন্ত রাতের ল্যান্ডিং সীমিত করার বিধান রয়েছে। শুরুতে ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়া এই নীতির বিরোধিতা করেছিল, তবে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে এটি কার্যকর করা হয়।

বর্তমানে ইন্ডিগো প্রায় ২,১০০টি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করে এবং এর মধ্যে একটি বড় অংশ রাতের সময় হয়ে থাকে। ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্ডিগোর মোট ৪১৬টি বিমান ছিল, যার মধ্যে ৩৬৬টি বিমান চলাচল করছিল এবং ৫০টি বিমান বর্তমানে মাটিতে রয়েছে, গত মাসে এটি ছিল ৪৭টি।

জনকল্যাণমুখী কাজগুলি চলাকালীন সময়ে সমস্যা যাতে লাঘব করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে: নগরোন্নয়ন সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: আগরতলা পুরনিগম এলাকায় বর্তমানে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে। এর মধ্যে স্মার্ট সিটি, আগরতলা পুর নিগম, বিদ্যুৎ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প রয়েছে। আগামী বর্ষার আগে এই কাজগুলি শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং আগরতলা পুর নিগম এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এই কথা বলেন।

সচিব জানান, যেকোন শহরের নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হয়। কাজ করার সময় জনগণকে অনেক সময় বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই সমস্যা সাময়িক। জনকল্যাণমুখী কাজগুলি চলাকালীন সময়ে সমস্যা যাতে লাঘব করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে যেসব কাজ চলছে এগুলি আগামী ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কাজ করতে হলে ৫০ থেকে ১০০ মিটারের বেশি জায়গা খনন করা যাবেনা। এই কাজ শেষ করার পরই পরবর্তী কাজ করতে হবে। জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে ট্রাফিক দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন কাজ শুরু করার আগে ট্রাফিক দপ্তরকে আগাম জানাতে হবে। যে জায়গায় কাজ করা হবে সেই জায়গা চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা পুরনিগমের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক দিলীপ কুমার চাকমা আগরতলা স্মার্ট সিটিতে বিভিন্ন চলমান কাজের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে ৫টি উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব মজুমদার বলেন, পূর্ত দপ্তর রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মসৃণ করে তুলতে সদা সচেষ্ট। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৩.১০ কিমিঃ ড্রেন উন্নতিকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পুর নিগম এলাকার বিভিন্ন অংশে বর্তমানে ২.২০ কিমিঃ ড্রেনের উন্নতিকরণের কাজ চলছে। অবশিষ্ট ১০.৯০ কিমিঃ ড্রেনের উন্নতিকরণের কাজের জন্য ইতিমধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে জনগণের যাতায়াতের যাতে কোন অবস্থায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে টি এস ই সি এল-এর অধিকর্তা (টেকনিক্যাল) সুবীর সেন বলেন, আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ১৫৩ কিমি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবেলের কাজ এবছর জুন মাসে শেষ করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও কাজ হাতে নেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও এস পি ট্রাফিক কিশোর দেববর্মা জানান, সরকারের জনকল্যাণমুখী কাজ চলাকালীন জনসাধারণের যাতায়াতে ব্যবস্থা সচল রাখতে ট্রাফিক বিভাগ সদা সচেষ্ট রয়েছে।

সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর এবং ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই মউ স্বাক্ষরের মূল লক্ষ্য হল আখাউড়া সুসংহত স্থলবন্দরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সমূহ সীমান্ত এলাকার মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নে ব্যবহার করা। এই মউ স্বাক্ষরের ফলে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে স্থলবন্দরের ৩০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল, স্মার্ট ক্লাস রুম, আলোচনা সভাগৃহ সহ অন্যান্য সুবিধাসমূহ মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এই উপলক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে বলেন, এই স্থলবন্দরের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে সীমান্ত এলাকার মহিলাদের অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, জিএসটি, ট্যালি শেখানোর পাশাপাশি আইটি ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সন্ধিক্ষণে: কেন চাকমা ঐক্যই বেঁচে থাকার একমাত্র পথ

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে, যার লক্ষণ হল বারবার সহিংসতা, সামরিকীকরণ এবং জনসংখ্যার পুনর্গঠন যা আদিবাসীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, দীঘিনালা এবং গুইমারার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি - যার মধ্যে রয়েছে গত এক বছরে জুম্ম যুবকদের হত্যা এবং দুই শতাধিক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া - বিচ্ছিন্ন অস্থিরতার চেয়ে বরং জোরপূর্বক নির্যাতনের একটি পদ্ধতিগত ধরণকে তুলে ধরে। নির্বিচারে গ্রেপ্তার, বাড়িঘরে অভিযান, জমি দখল এবং যৌন সহিংসতার প্রতিবেদনগুলি একটি গভীরতর মানবিক সংকটকে প্রকাশ করে।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সত্ত্বেও এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে, যা কয়েক দশক ধরে চলমান সংঘাতের অবসান ঘটাতে এবং স্বায়ত্তশাসন, নিরস্ত্রীকরণ এবং ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আঠাশ বছর পরেও, মূল বিধানগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। অস্থায়ী সামরিক শিবিরগুলি এখনওঅস্থায়ী সামরিক শিবিরগুলি এখনও ভূদৃশ্যে ছড়িয়ে আছে, জমি সংক্রান্ত বিরোধ এখনও অমীমাংসিত, এবং বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায়গুলি ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বসবাস করছে। শান্তির পরিবর্তে, গ্রামগুলি নতুন ধরণের ভয়ের মুখোমুখি হয়, প্রায়শই বিদ্রোহ-বিরোধী অভিযানের পতাকাতলে।

ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্বাচনী ঝুঁকি: সহিংসতার পাশাপাশি অ-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্বারা রাষ্ট্র-স্পন্সরিত বসতি স্থাপনের সম্প্রসারণও রয়েছে - যা গবেষক, সাংবাদিক এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশের জনসংখ্যার গঠনকে রূপান্তরিত করেছে, আদিবাসীদের ভূমি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করেছে এবং নির্বাচনী এলাকা পুনর্গঠন করেছে।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে, এই বসতি স্থাপনকারীদের একটি নির্ধারক ভোটার ব্লক হিসেবে একত্রিত করা হবে বলে উদ্বেগ বাড়ছে। তাদের রাজনৈতিক একত্রীকরণ সংসদীয় প্রতিনিধিদের জন্য পথ প্রশস্ত করতে পারে যারা সামরিক ও বসতি স্থাপনকারীদের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বরংআদিবাসীদের অধিকার। এই ধরণের গতিশীলতা আসন্ন নির্বাচনগুলি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের দিকে পরিচালিত করবে - নাকি পরিকল্পিত প্রান্তিকীকরণের দিকে পরিচালিত করবে - সে সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে।

চাকমা সহ জুম্ম সম্প্রদায়ের জন্য, আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব সর্বদা একটি ভঙ্গুর সুরক্ষা। বর্তমান পরিস্থিতিতে, এটি হারানোর অর্থ ন্যায়বিচার, স্বায়ত্তশাসন এবং চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য চাপ দেওয়ার শেষ প্রাতিষ্ঠানিক পথটিও হারাতে পারে।

একটি বিভক্ত ঘর ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য একটি উপহার: এই হুমকিগুলিকে আরও জটিল করে তুলেছে চাকমা রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা - বিশেষ করে পিসিজেএসএস এবং ইউপিডিএফের মধ্যে - অধিকার, জমি এবং শান্তির আন্দোলনকে খণ্ডিত করেছে। ভোট-বিভাজন বারবার আদিবাসী প্রার্থীদের দুর্বল করেছে, বসতি স্থাপনকারী-সমর্থিত বা সামরিক-সমর্থিত বিজয়ীদের পথ প্রশস্ত করেছে।

এই বিভক্তির একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক মূল্য রয়েছে: প্রতিটি আসন হেরেছেবহিরাগতরা এমন কাঠামোকে শক্তিশালী করে যা ভূমির অধিকার অস্বীকার করে, সামরিকীকরণকে শক্তিশালী করে এবং জনসংখ্যাগত রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে। যে অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা সাংস্কৃতিক টিকে থাকার সাথে অবিচ্ছেদ্য, সেখানে বিভাজন কেবল অকার্যকরই নয় - এটি অস্তিত্বগতভাবে বিপজ্জনক। একটি কৌশলগত প্রয়োজন: সাধারণ প্রার্থী, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি

এই প্রেক্ষাপটে, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যবেক্ষক এবং কর্মীরা যুক্তি দিয়েছেন যে পিসিজেএসএস এবং ইউপিডিএফকে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ দিয়ে আসন্ন নির্বাচনের জন্য সাধারণ আদিবাসী প্রার্থীদের বিষয়ে একমত হতে হবে। এই ধরনের সমন্বয় আদর্শিক পার্থক্য মুছে ফেলবে না, তবে এটি চাকমাদের রাজনৈতিকভাবে মুছে ফেলা সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে পারে।

নির্বাচনী কৌশলে ঐক্যের জন্য আদর্শিক সারিবদ্ধতা থাকা আবশ্যক নয়; এটি আত্মরক্ষার একটি কাজ হতে পারে। এটি ছাড়া, আদিবাসী ভোট খণ্ডিত হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন বহিরাগত শক্তি দ্বারা।আঞ্চলিক অনুভূতি এবং আগরতলা সংকেত

এই বছরের শুরুতে আগরতলায় অনুষ্ঠিত 'ওয়ান নর্থ ইস্ট' সমাবেশ - যা উত্তর-পূর্বের নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ এবং তরুণদের একত্রিত করে - পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটের আঞ্চলিক প্রভাব রয়েছে এই ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতির প্রতিফলন ঘটায়। সমাবেশে বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে পূর্ব হিমালয়ের এক কোণে নিপীড়ন সীমান্তের ওপারে অনুভূত হয়, কারণ আদিবাসীদের নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা এবং আঞ্চলিক অধিকার একে অপরের সাথে সংযুক্ত সংগ্রাম।

এই ধরনের আন্তঃসীমান্ত সংহতি তুলে ধরে যে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্প্রদায়গুলি কতটা ঘনিষ্ঠভাবে ভাগ করা ইতিহাস, আত্মীয়তার বন্ধন এবং মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আবদ্ধ।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম যে চাপের মুখোমুখি হচ্ছে - রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, ভূমি দখল, বসতি সম্প্রসারণ এবং রাজনৈতিক কারসাজি - তা আকস্মিক নয়। তারা একটি ইচ্ছাকৃত কৌশল গঠনতারা আদিবাসী শক্তিকে দুর্বল করার, ভূমি দখল করার এবং পরিচয় পুনর্গঠনের জন্য একটি ইচ্ছাকৃত কৌশল তৈরি করে। এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়াই তারা সফল হতে পারে।

চাকমাদের কাছে ঐক্য কোন আবেগ নয় - এটি একটি কৌশল। বিকল্প সহাবস্থান নয়; এটি অন্তর্ধান। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ইতিহাসকে যে প্রশ্নটি রূপ দেবে তা হল কে জিতবে তা নয়, বরং আদিবাসীরা তাদের সাথে খণ্ডিত দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নাকি একটি সম্মিলিত শক্তি হিসেবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ কেবল ঘোষণা, স্মরণসভা বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা নির্ধারিত হবে না। এটি নির্ধারিত হবে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি - বিশেষ করে চাকমা রাজনৈতিক নেতারা - স্বীকার করে যে বিভাগ তাদের দখলদারিত্বকে ক্ষমতায়িত করে কিনা।

একটি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী ফ্রন্ট প্রতিটি সমস্যার সমাধান করবে না। কিন্তু এটি সামরিক ও বসতি স্থাপনকারীদের স্বার্থকে সহজ বিজয় থেকে বঞ্চিত করবে। এটি টিকে থাকবে।চুক্তি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা। এবং এটি নিশ্চিত করবে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ নিষ্ক্রিয় প্রজা নয়, বরং রাজনৈতিক এজেন্ট যাদের কণ্ঠস্বর রয়েছে। যদি চাকমারা বিভক্ত হয়, তাহলে অন্যরা তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। যদি তারা একসাথে দাঁড়ায়, তবে তারা এটি পুনরুদ্ধার করতে পারে।

মুক্তাপুকুর পাড়ে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন ওপেন জিমের

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: আজ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মুক্তাপুকুর পাড়ে সেন্ট্রাল জোনের অন্তর্গত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন অফিস গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। একই সঙ্গে তিনি ওই স্থানে নির্মিত ওপেন জিমেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে মেয়র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মনিকা দাস দত্ত, কর্পোরেটর শিখা ব্যানার্জি, স্নিগ্ধা দাস দেব, নিবাস দাস, রামনগর মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি ওয়ার্ড অফিসের। মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই নতুন অফিস গৃহ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে ১৭ নম্বর ওয়ার্ড অফিস ভবন। পাশাপাশি ওপেন জিম তৈরির দাবিও দীর্ঘদিনের ছিল। এলাকার বাসিন্দাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য এই জিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মেয়র। তিনি জানান এই জিম তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

দিব্যাঙ্গজনদের অবহেলা নয় সম্মান ও সহানুভূতির চোখে দেখতে হবে: উপাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আগরতলা ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আজ আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল এই প্যারা গেমস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ শ্রীপাল বলেন, দিব্যাঙ্গজনেরা ঈশ্বরের দান। তাই দিব্যাঙ্গজনদের অবহেলার চোখে নয়, সম্মান ও সহানুভুতির চোখে দেখা আমাদের সকলের কর্তব্য। স্বাভাবিক শিশুদের থেকেও এই দিব্যাঙ্গজন শিশুদের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়া আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। তিনি বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞানেই দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রকল্পের উদ্ভাবন করেছে এবং সেগুলি বাস্তবায়িতও হচ্ছে। উপাধ্যক্ষ শ্রীপাল আরও বলেন, দিব্যাঙ্গ সন্তান হলে দিব্যাঙ্গ সন্তানকে হেয় নজরে দেখা এবং তার প্রতি উদাসীন থাকা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। দিব্যাঙ্গ ভাইবোনেরা যাতে তাদের সুযোগ সুবিধাগুলি সঠিক ভাবে পায় সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার দিব্যাঙ্গজনদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সেইসাথে তিনি সরকারের পাশে থেকে দিব্যাঙ্গজনদের একটি সুস্থ জীবন দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের প্রতি আমাদের অবশ্যই যত্নশীল থাকতে হবে। তারা যাতে নির্ভরযোগ্য সুষ্ঠু জীবন লাভ করতে পারে সেদিকে আমাদের বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সুবিধাগুলি সঠিক সময়ে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আজকের দিনে এই হোক আমাদের সংকল্প। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের পূর্ব জোনের জোনাল চেয়ারম্যান সুখময় সাহা। উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর মণিমুক্তা ভট্টাচার্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা করুণা দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক দীপকলাল সাহা। অনুষ্ঠানে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসে দৌড়, শটপুট, বিস্কুট রেস, ক্রিকেট ইত্যাদি ৪৫টি আউট ও ইনডোর ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার দিব্যাঙ্গজনেরা উৎসাহের সাথে এই প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল সহ অন্যান্য অতিথিগণ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বিশ্ব দিব্যাঙ্গজন দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিব্যাঙ্গজন শংসাপত্র ও বিভিন্ন চলন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অতিথিগণ তাদের হাতে সেই শংসাপত্র ও চলন সামগ্রী তুলে দেন। মাঠে আয়োজিত হয় দিব্যাঙ্গজনদের স্বাস্থ্য শিবির।

বীজের গুণমান ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরা মার্কফেড এবং ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতি লিমিটেডের চুক্তি স্বাক্ষরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: রাজ্যে বীজের গুণমান বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় মার্কেটিং ফেডারেশন (ত্রিপুরা মার্কফেড) লিমিটেডের সঙ্গে ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতি লিমিটেডের (বিবিএসএসএল)-এর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্বাক্ষরের মূল লক্ষ্য হলো সমবায় কাঠামোর মাধ্যমে গুণমানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং ঐতিহ্যবাহী ফসলের জাত সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা।

বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা মার্কফেডের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা মার্কফেড এর চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব এবং পরিচালনা পর্ষদের (স্কন্দ্রথন্স দ্র স্কন্ত্রত্বঠদ্রন্স) উপস্থিতিতে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। বিবিএসএসএল-এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সংস্থার উপদেষ্টা ডঃ ওমবীর সিং এবং ত্রিপুরা মার্কফেড লিমিটেডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সমবায় সমিতির যুগ্ম নিবন্ধক তথা ত্রিপুরা মার্কফেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর (থঙ্গ) যোগেশ রিয়াং।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিজিৎ দেব বলেন, যে, এই সহযোগিতার ফলে প্রত্যয়িত এবং উচ্চ-মানের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলন এবং কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

ডঃ ওমবীর সিং তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন যে, বিবিএসএসএল ঐতিহ্যবাহী ফসলের সংরক্ষণ সহ বীজ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, এই অংশীদারিত্বের অধীনে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী ফসলগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

চুরাইবাড়ি গেটে চেকিংয়ে দুর্বলতা যানজট, ক্ষোভ ও বিক্ষোভে উত্তাল লরি চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর: অসম—ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি গেটে নেশা বিরোধী তল্লাশি অভিযানের কারণে সৃষ্টি হয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা। অত্যাধুনিক স্ক্যানিং বা চেকিং ব্যবস্থা না থাকা:য় প্রতিদিন শত শত গাড়ি দীর্ঘ লাইনে আটকে পড়ছে, নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান পণ্য, আর ভোগান্তিতে পর্যুদস্ত হচ্ছেন বহিঃরাজ্যের লরি চালক থেকে শুরু করে ছোট-বড় গাড়ির চালকরা।

প্রশাসনের দাবি, সম্প্রতি অসম চেকপোস্টে বড়সড় গাঁজা উদ্ধারের পর শীর্ষ মহলের নির্দেশে সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। ফলে চুরাইবাড়ি গেটে চলছে কড়া চিরুনি তল্লাশি। কিন্তু থানা সংলগ্ন এলাকায় যথেষ্ট খালি জায়গা না থাকায় গাড়িগুলোকে জাতীয় সড়কের ওপরই দাঁড় করিয়ে চেক করতে বাধ্য হচ্ছে পুলিশ। এতে দিনের পর দিন লেগে যাচ্ছে ব্যাপক যানজট।

লরি চালকদের অভিযোগ, বিটুমিন বোঝাই গাড়ি এলেই শ্রমিকরা লোহার রড দিয়ে প্লাস্টিক ড্রাম খুঁচিয়ে পরীক্ষা করছেন। এর ফলে চার থেকে পাঁচটি ড্রাম প্রায়ই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ক্ষতির পরিমাণ পৌঁছাচ্ছে লক্ষাধিক টাকায়। ফলে ব্যবসায়ীরাও পড়ছেন বিপাকে।

দীর্ঘদিন একই পরিস্থিতি চলতে থাকায় ক্ষুব্ধ লরি চালকেরা রাস্তাতেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তাদের অভিযোগ চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত লাইনে আটকে থাকতে হয়। নেই পানীয় জল, শৌচালয় বা বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা। নেই থাকার বা খাবারের উপযুক্ত ব্যবস্থা। রোগী নিয়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সসহ নিত্যযাত্রী গাড়িও একই দুর্ভোগে পড়ছে।

চালকদের আরও অভিযোগ, কিছু স্থানীয় দালাল টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু লরিকে ওভারটেক করিয়ে আগে পার করিয়ে দিচ্ছে। এতে বাকি গাড়িগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষায় আটকে থাকে, অনেক ছোট মালবাহী গাড়ির ট্রিপ পর্যন্ত মিস হয়ে যায়।

কৈলাসহরে আদালত

● প্রথম পাতার পর

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে কৈলাসহর আদালতের এক কর্মী বলেন, এত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থায়ী ট্রাফিক পয়েন্ট না থাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ প্রশাসন শুধু দর্শকের ভূমিকায় আছে। আমরা চাই অবিলম্বে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি করা হোক।

ভাতের থালা হাতে প্রতিবাদে

● প্রথম পাতার পর

তাদের রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে না। দীর্ঘ তিন বছরে একাধিকবার ডেপুটেশন প্রদান করেও কোন ধরনের সদুত্তর পাননি তাঁরা। তাই বাধ্য হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে আজ ভাতের খালি থালা হাতে প্রতীকী আন্দোলন করেন তাঁরা।

পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের আবেদন এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হোক। জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বেকার মহলে।

খেলো ধর্মনগর ২০২৫: ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলোয়াড় নিলাম সম্পন্ন, প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ ডিসেম্বর: ধর্মনগরের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব খেলো ধর্মনগর ২০২৫ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। আগামী ৮ই ডিসেম্বর জমকালো উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হবে এই প্রতীক্ষিত আয়োজন। এর আগে আজ বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বহুল আলোচিত খেলোয়াড় নিলাম পর্ব।

এবারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে পুরোপুরি আইপিএলের আদলে। দলবদল, নিলাম, ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক দলগঠনসব মিলিয়ে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবারের আয়োজন। ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজিত এই অকশনে অংশ নেন বিভিন্ন ক্লাব ও দলের প্রতিনিধিরা। প্রতিটি দল নিজেদের বাজেট মাথায় রেখে পছন্দের খেলোয়াড়দের দলে টেনে নেয়।

অকশন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট অর্গানাইজার কমিটির সদস্য সুলেমান আহমেদ, ধর্মনগর পুরপরিষদের ইঞ্জিনিয়ার শিবশঙ্কর রায়, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ ধর-সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তাঁরা অকশন পর্বের সফল আয়োজনকে স্বাগত জানান এবং ধর্মনগরের তরুণদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এ ধরনের উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন।

আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, খেলো ধর্মনগর শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়এটি যুবসমাজকে নেশামুক্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার দিকে এগিয়ে নেওয়ার একটি সামাজিক উদ্যোগ। প্রতিটি দলের স্কোয়াড চূড়ান্ত হওয়ায় এখন চলছে মাঠ প্রস্তুতি ও ফিক্সচার প্রকাশের কাজ।

আগামী ৮ই ডিসেম্বরের উদ্বোধনকে ঘিরে ধর্মনগরে তৈরি হয়েছে উৎসবের আমেজ। আয়োজকদের দাবি, এবারের খেলো ধর্মনগর ২০২৫ হবে আরও বেশি জমকালো ও প্রতিযোগিতামূলক।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সহায়তা

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ অনুযায়ী বুধবার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়াতের বাড়িতে যান এবং পরিবারকে সমবেদনা জানান।

পরিবারের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সঞ্জীব দাসের স্ত্রীকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তারা আরো জানান, শুধু তাৎক্ষণিক সাহায্য নয়, ভবিষ্যতেও প্রশাসন এই পরিবারের পাশে থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবে। ধান বোঝাই করার সময় ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় স্থানীয় মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজ্যকে অগ্রগতির

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। যেকোন উন্নত রাষ্ট্র কিংবা শহরে এসব থাকতেই হবে। আজ খিলপাড়ায় যে সিএনজি স্টেশন পথচলা শুরু করলো সেটি মাদার স্টেশন হিসেবে কাজ করবে। এখান থেকে ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গাতেও সরবরাহ করা হবে। এই কাজ রূপায়নের জন্য আমি টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। শুধু আগরতলা বা উদয়পুরে নয়, রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও সিএনজি স্টেশন খোলার চিন্তাভাবনা আছে তাদের।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে হলে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (টিএনজিসিএল) প্রায় ৩১টি সিএনজি স্টেশন ত্রিপুরায় যুক্ত করেছে। রাজ্যের বহু জায়গায় এখন সিএনজি স্টেশন শুরু হয়েছে। আর এই সিএনজির কারণে বায়ুর দূষণ অনেকটাই কম হবে। এতে আর্থিক সাশ্রয় সম্ভব হবে। সিএনজি ব্যবহারের ফলে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। বর্তমানে রাজ্যে টিএনজিসিএল ৫০ হাজারের অধিক যানবাহনকে জ্বালানি সরবরাহ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজকে এই সিএনজি স্টেশন উদ্বোধনের মাধ্যমে অটো চালক, ট্যাক্সি মালিক, ব্যক্তিগত যানবাহনের মালিকরা উপকৃত হবেন। সিএনজি স্টেশন বৃদ্ধির ফলে মানুষের সুবিধা হবে। এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর মানুষের আস্থা চলে এসেছে। আমাদের ত্রিপুরার বর্তমান সরকারের উপরও মানুষের আস্থা বাড়ছে। আজ সিএনজি স্টেশন চালু করার জন্য প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ফটিকছড়া ও বোধজংনগরে সিএনজি স্টেশন তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এডিনগর ও বড়জলা সিএনজি স্টেশনের আপগ্রেড করার ব্যবস্থা করছে টিএনজিসিএল। মোহনপুরে সিএনজি স্টেশনের জন্য দুটি জমি দেওয়া হয়েছে। খয়েরপুর - আমতলি বাইপাস, বাগমা, অমরপুর ও অম্পিতে সিএনজি স্টেশন করার জন্য টিএনজিসিএল এর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরে টিএনজিসিএল তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরায় প্রথম আগরতলার এডিনগরে সিএনজি স্টেশন চালু করা হয়। যা গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্টেশন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রিতেও গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কিভাবে আরো একের পর এক কাজ করা যায়, মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধান করা যায় সেই দিশায় কাজ করছে। ত্রিপুরা এখন সমস্ত প্যারামিটারে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, গোমতী জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলাশাসক রিংকু লাথের, পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে, টিএনজিসিএল এর এমডি প্রলয় পাত্র সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সংসদে এমবিবি বিমানবন্দরকে

● প্রথম পাতার পর

জন্য রাজ্য সরকারের নিকট বিভিন্ন পদে ২৫ জন পুলিশ কর্মীকে নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই তাও সম্পন্ন হয়েছে। আই.এল.এস এবং গ্রাউন্ড লাইটিং সিস্টেম দুটোই সেখানে রয়েছে। পাশাপাশি ৪.১.২৩ এ সীমা সুরক্ষা চেকপোস্ট হিসেবেও স্বীকৃতি মিলেছে।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘোষণার জন্য সমস্ত রকম প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ভাষনে এমবিবি বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে ঘোষণার প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংসদে জোড়ালো দাবি জানান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

মায়ের বকুনি

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের সূত্রে জানা যায়, সামান্য বিষয়ে মা বকাঝকা করায় অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছে প্রণব। গতকাল সন্ধ্যায় নিজ ঘরে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা রাতে তাঁকে ডাকতে গেলে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। সাথে সাথে তাঁকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর শোকাহত পরিবার এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে গভীর শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

নির্ভয়পুরে এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

শুরু করে। ঘটনা প্রসঙ্গে যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কণ্ঠ বর্ধন জানান, এ মুহূর্তে স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কীভাবে বা কারা পরিত্যক্ত স্থানে পিস্তলটি রেখে গেল, তা তদন্তের আগে বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। তদন্ত শুরু হয়েছে, খুব শিঘ্রই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুধু নির্ভয়পুর নয়, পুরো যাত্রাপুর থানার এলাকাজুড়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পেছনের রহস্য উদঘাটনের অপেক্ষায় রয়েছে এলাকাবাসী।

ক্রীড়াঙ্গন

কোচবিহার ট্রফি অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেটে দিল্লির কাছেও ইনিংসে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও ইনিংস সহ পরাস্ত ত্রিপুরা। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দিল্লির কাছেও ইনিংস সহ ১৫৬ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাস্ত হয়েছে ত্রিপুরা। চার দিনের ম্যাচ তিন দিন পুরোপুরি গড়ায়নি। ইতোমধ্যে ইনিংস সহ ১৫৬ রানে ত্রিপুরাকে হারিয়ে দিল্লি জয়ে ফিরতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম ম্যাচে বিহারকে আট উইকেটে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৭৯ রানে পরাজিত হতে হয়েছিল। দিল্লি আজ, বুধবার ত্রিপুরাকে ইনিংস সহ ১৫৬ রানে হারিয়ে বোনাস সহ সাত পয়েন্ট পেয়েছে। তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয়ী হয়ে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে নিজেদের অবস্থান এগিয়ে রেখেছে। দিল্লির পালামে এয়ার ফোর্স কমপ্লেক্স গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা আজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৬ রানের হাতে নিয়ে খেলতে শুরু করে ৫৯ রান যোগ করতেই অবশিষ্ট ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে। দিল্লির সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ৩৮৬ রানের জবাবে ত্রিপুরা তাদের প্রথম ইনিংস ১০৫ রানে গুটিয়ে নেয়। ফলোঅনে খেলতে নেমে ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ইনিংসেও শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে নেয় ১২৫ রানে। দিল্লি দলের ওপেনার অর্ণব বাক্কার ১২১ রান আর্য্য বীর সোহাগের ৮৩ রান, উদ্ভব মোহনের অপরাজিত ৫৫ রান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের বোলার রায়হান আহমেদ, আরমান অভিকপাল ও মুমিন দুটি করে উইকেট পেয়েছেন এছাড়া সিদ্ধার্থ দেবনাথ, রিয়াদ হোসেন ও রাকেশ রুদ্রপাল পেয়েছেন একটি করে উইকেট। এদিকে প্রথম ইনিংসের ত্রিপুরা দলের রিয়াদ হোসেন অপরাজিত থেকে সর্বাধিক ৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। একইভাবে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ব্যাট থেকে এসেছিল সর্বাধিক ২৫ রান। দিল্লির বোলার কীরিট কৌশিক নয় রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয়।

মহিলা ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে নাগাল্যান্ডকে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন পন্ডিচেরি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পন্ডিচেরি। নাগাল্যান্ড পেয়েছে রানার্স খেতাব। অনূর্ধ ২৩ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্লেট গ্রুপ তথা উত্তর-পূর্বের ৫টি রাজ্যে এবং পন্ডিচেরির মধ্যে এই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফাইনাল ম্যাচে আজ পন্ডিচেরি ৮ উইকেটের ব্যবধানে নাগাল্যান্ডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব জিতে নিয়েছে। আগরতলার দুটি মাঠে আয়োজিত ৬ দলীয় গ্রুপ লীগের খেলা শেষে আজ, বুধবার গ্রুপের সেরা দুটি দল হিসেবে পন্ডিচেরি ও নাগাল্যান্ড ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নাগাল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভার শেষ হওয়ার পাঁচ বল বাকি থাকতে সব ক-টি উইকেট হারিয়ে নাগাল্যান্ড ৮৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার ভাইপেনি-র ২৫ রান, দলনেত্রী সেন্টি ল্যামলার ২২ রান এবং নাজমিন খাতুনের ১৭ রান উল্লেখযোগ্য। পন্ডিচেরির অমৃতা স্মরণ ২০ রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অবিরামা ১০ রানে ও শ্রেয়া রাজু গুজারে ১৫ রানে দুটি করে উইকেট পায়। রিসিকা কুমারী পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পন্ডিচেরি ১৩.৪ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার যুবশ্রীর অনবদ্য ব্যাটিং দলকে অনায়াসে জয় এনে দেয়। যুবশ্রী ৩৯ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৫৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ইশা মাভি ১৫ রানে আউট হলেও সুনয়না পাঁচ রানে অপরাজিত থেকে যুবশ্রী কে দারুন সঙ্গ দেয়। ৮ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে পন্ডিচেরি প্লেট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর এলিট গ্রুপে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করেছে। পন্ডিচেরির অমৃতা স্মরণ প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেলেও প্লেয়ার অফ দা সিরিজের শিরোপা পেয়েছে ই কভিশা।

ক্ষুদ্রতম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপ ফুটবলে দেড় লক্ষ লোকের কুরাসাও, একসঙ্গে যোগ্যতা অর্জন ইউরোপের পাঁচ দেশের, বাকি থাকল ছ'টি জায়গা

কিছু দিন আগেই ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে চমকে দিয়েছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষের দেশ কেপ ভার্দে। সেই নজিরকেও টপকে গেল কুরাসাও। দেড় লক্ষ জনসংখ্যার এই দেশ পরের বছর বিশ্বকাপ খেলবে। এ দিকে, মঙ্গলবার রাতে ইউরোপের পাঁচটি দেশ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ৪২টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করে গেল। ইউরোপ থেকে আরও চারটি দেশ প্লে-অফের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করবে। বাকি দু'টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করবে আন্তর্মহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে। পরের বছর মার্চে হবে এই যোগ্যতা অর্জন পর্ব। অবশ্য তার আগে বিশ্বকাপের সূচি তৈরি হয়ে যাবে। ৫ ডিসেম্বর আমেরিকার জন এফ কেনেডি সেন্টারে ড্র হবে।

মঙ্গলবার রাতে জামাইকার সঙ্গে ০-০ ড্র করে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে কুরাসাও। কনকাকাফ থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছে পানামা এবং হাইতিও। নিজেদের মহাদেশীয় যোগ্যতা অর্জন পর্বে কুরাসাও অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছে। তাদের কোচ ডিক অ্যাডভোকাট পারিবারিক কারণে দেশে ফেরায় ডাগআউটে ছিলেন না। কোচকে ছাড়াই ইতিহাস তৈরি করল কুরাসাও।

সে দেশের ইতিহাস অনুযায়ী, গত জানুয়ারি পর্যন্ত কুরাসাওয়ের জনসংখ্যা ছিল ১,৫৬,১১৫। এর আগে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসাবে বিশ্বকাপ খেলার নজির ছিল আইসল্যান্ডের। ২০১৮ বিশ্বকাপে খেলেছিল সাড়ে তিন লক্ষের এই দেশ। সেই নজির ছাপিয়ে গেল কুরাসাও। পানামা দ্বিতীয় বার বিশ্বকাপ খেলবে। তারা ৩-০ হারিয়েছে এল সালভাদরকে। হাইতি ২-১ হারিয়েছে নিকারাগুয়াকে।

এ দিকে, ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলবে স্কটল্যান্ড। একটি অসাধারণ বাইসাইকেল কিক এবং সংযুক্তি সময়ের দু'টি গোলে ডেনমার্ককে হারিয়েছে তারা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে স্পেন, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া এবং সুইৎজারল্যান্ডও।

স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে যেতে গেলে ডেনমার্ককে হারাতেই হত। তিন মিনিটেই স্কট ম্যাকটোমিনের বাইসাইকেল কিকে এগিয়ে যায় স্কটিশরা। দ্বিতীয়ার্ধে ডেনমার্কের রাসমাস হোয়লুন্ড সমতা ফেরান। ৭৮ মিনিটে লরেন্স শাঙ্কল্যান্ডের গোলে আবার এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ড। চার মিনিট পরে সমতা ফেরায় ডেনমার্ক। একটি পয়েন্ট পেলেই ডেনমার্কের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়ে যেত। তবে সংযুক্তি সময়ে কিয়েরান টিয়ের্নি এবং কেনি ম্যাকলিনের গোল স্কটিশদের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে।

স্পেন ২-২ ড্র করেছে তুরস্কের সঙ্গে। দানি অলমো স্পেনকে এগিয়ে দেওয়ার পর দেনিজ গুল এবং সালিহ ওজকানের গোলে এগিয়ে যায় তুরস্ক। ৬২ মিনিটে সমতা ফেরান মিকেল ওয়ারজাবাল। বেলজিয়াম ৭-০ গোলে হারিয়েছে লিচেনস্টাইনকে। চার্লস দে কেতেলায়েরে এবং জেরেমি ডোকু দু'টি করে গোল করেছেন। সুইৎজারল্যান্ড ড্র করেছে কসোভোর সঙ্গে। অস্ট্রিয়াও ঘরের মাঠে ড্র করেছেন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সঙ্গে।

প্রিমিয়ার লিগে নজির হালান্ডের, ন'গোলের ম্যাচে ফুলহ্যামকে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, ড্র টটেনহ্যামের, জিতল বার্সেলোনা

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নজির গড়লেন আর্লিং হালান্ড। দ্রুততম ফুটবলার হিসাবে ১০০টি গোল করলেন তিনি। মঙ্গলবার রাতে ফুলহ্যামকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। অন্য ম্যাচে, টটেনহ্যাম হটস্পার ২-২ ড্র করেছে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে। জার্মান কাপে, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ছিটকে দিয়েছে বায়ার লেভারকুসেন। স্পেনের লিগে জিতেছে বার্সেলোনা।

প্রথমার্ধে গোল করে সিটিকে এগিয়ে দেন হালান্ড। ১১১তম ম্যাচে ১০০ গোল করলেন তিনি। ভেঙে দিলেন অ্যালান শিয়েরারের নজির। তিনি ১২৪তম ম্যাচে শততম গোল করেছিলেন। হালান্ডের গোলের পর টিয়ানি রেইন্ডার্স, ফিল ফোডেনের জোড়া গোল এবং সান্ডার বার্জের আত্মঘাতী গোলে সিটি ৫-১ এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে তেড়েফুঁড়ে খেলে সিটি। ২০ মিনিটের মধ্যে তিনটি গোল করে ম্যাচ ৪-৫ করে দেয়। সংযুক্তি সময়ে জস্কো গাভার্দিয়ল গোললাইন সেভ না করলে সিটিকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে হত। এই মুহূর্তে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে মাত্র ২ পয়েন্টে পিছিয়ে সিটি।

হালান্ডকে নিয়ে মুগ্ধ সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, "অসাধারণ, দুর্দান্ত। আশা করি এই ক্লাবের হয়ে ওর গোলের খিদেটা এ রকমই থাকবে এবং অনেক অনেক গোল করবে।" ইপিএলে নিউক্যাসল এবং টটেনহ্যামের ম্যাচ ২-২ ড্র হয়েছে।

এ দিকে, লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল বার্সেলোনা। রিয়াল মাদ্রিদের থেকে চার পয়েন্টে এগিয়ে গেল তারা। টানা সাত ম্যাচ জিতে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল আতলেতিকো। কিন্তু বার্সেলোনাকে হারাতে পারলেন না দিয়েগো সিমিয়োনের ছেলেরা। আলেক্স বায়েনার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আতলেতিকোই। সমতা ফেরান রাফিনহা। গোলের জন্য অনবরত সুযোগ তৈরি করছিল বার্সা। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে দেন দানি অলমো। সংযুক্তি সময়ে ফেরান তোরেসের গোলে জয় নিশ্চিত করে বার্সা।এ দিকে, জার্মান কাপে ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে চমকে দিল লেভারকুসেন। তারা জিতেছে ১-০ গোলে। তিন দিন আগেই জার্মান লিগে লেভারকুসেনকে হারিয়েছিল ডর্টমুন্ড। তার প্রতিশোধ নিল লেভারকুসেন। ইব্রাহিম মাজার একমাত্র গোলে জিতেছে তারা।

জল্পনার অবসান! ১৫ বছর পর আবার ঘরোয়া এক দিনের ক্রিকেটে খেলবেন কোহলি, বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত বিরাটের

জল্পনার অবসান। বিরাট কোহলি খেলবেন বিজয় হজারে ট্রফিতে। কোহলির রাজ্য দল দিল্লির ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা ডিডিসিএ-র সভাপতি রোহন জেটলি এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জেটলিকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, কোহলি দিল্লির হয়ে দেশের ঘরোয়া এক দিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলবেন। ডিডিসিএ-র সচিব অশোক শর্মাও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "কোহলি দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহন জেটলিকে জানিয়েছে, ও বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলবে।" ১৫ বছর পর আবার ঘরোয়া এক দিনের ক্রিকেটে খেলবেন কোহলি। গত বছর রঞ্জি ট্রফির একটি মাচ খেলেছিলেন তিনি। কিন্তু ২০১০ সালের পর থেকে বিজয় হজারেতে দেখা যায়নি তাঁকে। অবশেষে খেলবেন তিনি।

২৪ ডিসেম্বর থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বিজয় হজারে ট্রফি হবে। অর্থাৎ, নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ (১১ জানুয়ারি থেকে) শুরু হওয়ার আগে প্রতিযোগিতার বেশ কয়েকটি ম্যাচ হবে। বিজয় হজারেতে রোহিত শর্মারও খেলার কথা। সেখানে খেললে নিউ জিল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতিও হয়ে যাবে রোহিত, কোহলির।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝেই কোহলিকে নিয়ে নতুন জল্পনা শুরু হয়েছিল। কোচ গৌতম গম্ভীর ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশের পরেও কি ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন না তিনি? বিজয় হজারেতে দেখা যাবে কোহলিকে? তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল।

জাতীয় ক্যারাটে আসরে দারুন সাফল্য ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন সাফল্য ত্রিপুরার ক্যারাটে খেলোয়ারদের। গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কিউকুসিন ক্যারাটে ন্যাশনাল টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার চার জন বালক ও পুরুষ বিভাগে মেডেল পেয়েছেন। তাদের মধ্যে সাগর চক্রবর্তী একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক, পুরুষ বিভাগে। পৃথ্বীরাজ শীল দুইটি ব্রোঞ্জ পদক, পুরুষ বিভাগে। রিকি সাহা- একটি ব্রোঞ্জ পদক বালক বিভাগে। রোহিত সাহা একটি ব্রোঞ্জ পদক, বালক বিভাগে। দলের কোচ এবং ম্যানেজার ছিলেন রাকেশ সাহা। উল্লেখ্য, রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের দারুন সাফল্যে রাজ্য সংস্থার কর্মকর্তারা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সাংবাদিকদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ৬ ডিসেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামী ৬ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন কোর্টে আয়োজিত এর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণেচ্ছু সাংবাদিক খেলোয়াড়দের আগামীকালের মধ্যে প্রেসক্লাবে যোগাযোগ করে নাম জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে দশটায় এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলোয়াড়দের রিপোর্ট করতে হবে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে বেলা ১১ টায়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে এবং কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যদের পাশাপাশি স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ উপস্থিত থাকার জন্য কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আজ থেকে ৪ দিন ব্যাপী ভলিবল রেফারি ক্লিনিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামীকাল থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী একটি রাজ্যভিত্তিক ভলিবল রেফারি ক্লিনিকের আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগামীকাল বেলা এগারোটায় এনএসআরসিসি-তে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা, এল ডারলং, ক্রীড়া পর্ষদ সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান রতন সাহা, সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সম্পাদক অপু রায়, স্পোর্টস সেল-এর প্রভারি কমল দে। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ, সম্পাদক বিমান দেব প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে রাজ্যের ৫০ জন উদীয়মান রেফারিকে ট্রেনিং দেওয়া হবে।

ট্রেনিং শেষে পরীক্ষার পর তাদের রাজ্য রেফারি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ক্লিনিকটি পরিচালনা করার জন্য দিল্লি থেকে আসছেন চিফ রেফারি প্রবীণ কুমার। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রোহিতের হাতে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি প্রকাশ

সূর্যকুমার যাদবদের আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি প্রকাশ্যে এল বুধবার। রোহিত শর্মা ভারতের বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধন করলেন। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন রোহিত। তাঁর নেতৃত্বে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

জার্সি উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে রোহিতের সঙ্গে ছিলেন ভারতের তরুণ ব্যাটার তিলক বর্মাও। গত এশিয়া কাপে সূর্যকুমারের দলের সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তিলকের। ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিৎ শইকীয়াও।

ছোট্ট অনুষ্ঠানে রোহিত বলেন, "আমরা ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। তার পরের বিশ্বকাপ জিততে আমাদের ১৫ বছরেরও বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। একটা দীর্ঘ যাত্রা ছিল আমাদের। যে পথে ছিল অনেক উত্থান-পতন। গত বার আবার ট্রফি জেতার অনুভূতি দুর্দান্ত ছিল।" তিনি আরও বলেন, "আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ভারতে। আশা করছি খুব উত্তেজক প্রতিযোগিতা হবে। দলের জন্য আমার শুভকামনা সব সময় থাকবে। আমি নিশ্চিত সকলেই দলের পাশে থাকবেন, সমর্থন করবেন। আমাদের ক্রিকেটারেরাও নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেবে।"

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে লোকেশ রাহুলদের ইনিংস শেষ হওয়ার পর মাঠে হয় ছোট্ট অনুষ্ঠান। রোহিত এবং তিলকের হাতে বিশ্বকাপের জার্সি তুলে দেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের কিট স্পনসর সংস্থা। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলছেন মুম্বইয়ের হয়ে। লখনউয়ে রয়েছেন তিনি। তাই এ দিন রায়পুরে আসতে পারেননি। দলের সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল রয়েছেন বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। ঘাড়ের চোটমুক্ত হওয়ার পর রিহ্যাব করছেন শুভমন। তাই তিনিও বুধবার রায়পুর আসতে পারেননি।

ভারতীয় দলে ফিরলেন হার্দিক এখনও অনিশ্চিত শুভমন!

সকলের নজর ছিল শুভমন গিল ও হার্দিক পাণ্ড্যের দিকে। চোট সারিয়ে তাঁরা ভারতীয় দলে ফিরতে পারবেন কি না, সেই জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, হার্দিক দলে ফিরেছেন। শুভমনকে রাখা হয়েছে। তবে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। জায়গা পেলেন না রিঙ্কু সিংহ। রায়পুরে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচের দিনেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল ভারত। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ১৫ জনের দল নির্বাচন করেছেন অজিত আগরকর, গৌতম গম্ভীরেরা।

সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ১৫ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। সহ-অধিনায়ক হিসাবে নাম রয়েছে শুভমনের। তবে সেখানে লেখা, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ছাড়পত্র প্রয়োজন। অর্থাৎ, বোর্ডের চিকিৎসকেরা অনুমতি দিলে তবেই খেলতে পারবেন শুভমন। দলে সঞ্জু স্যামসনও রয়েছেন। যদি শুভমন খেলতে না পারেন তা হলে অভিষেক শর্মার সঙ্গে তাঁকে ওপেন করতে দেখা যাবে।

এশিয়া কাপে ভারতের যে দল খেলেছিল, তাতে বদল বলতে রিঙ্কু সিংহ। এশিয়া কাপে মাত্র একটি ম্যাচই খেলেছিলেন তিনি। সেটাও ফাইনাল। আগরকর জানিয়েছিলেন, অতিরিক্ত ব্যাটার হিসাবে রিঙ্কুকে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সিদ্ধান্ত বদলেছেন নির্বাচকেরা। রিঙ্কুকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত থেকে ইঙ্গিত, আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও রিঙ্কুর খেলার সম্ভাবনা কম।

এশিয়া কাপের ফাইনালের আগে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক। সুস্থ হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলা শুরু করেছেন তিনি। ফলে তাঁর জাতীয় দলে খেলা নিয়ে সংশয় নেই। হার্দিক ফেরাতেই হয়তো বাদ পড়েছেন রিঙ্কু। বেশি অলরাউন্ডারের দিকে ঝুঁকেছেন গম্ভীর, আগরকরেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের টি২০ দল: সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিল (চিকিৎসকদের ছাড়পত্র প্রয়োজন), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পাণ্ড্য, শিবম দুবে, অক্ষর পটেল, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিংহ, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর।

বিরাটই ঈশ্বর! রাঁচির পর রায়পুরেও কোহলির আশীর্বাদ নিতে মাঠে ঢুকলেন ভক্ত

শহর বদলায়, পালটে যায় দিন। কিন্তু একইরকম থাকেন বিরাট কোহলি। তাঁর প্রতি আমজনতার শ্রদ্ধা, ভালোবাসাতেও বদল ঘটে না। ইডেন, রাঁচির পর এবার রায়পুরেও কিং কোহলিকে একটিবার ছুঁয়ে দেখার জন্য মাঠে ঢুকে পড়লেন এক বিরাটভক্ত। নিরাপত্তা বেষ্টনীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সটান লুটিয়ে পড়লেন বিরাটের পায়ে।

গত আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলতে ইডেনে নেমেছিলেন বিরাট। ম্যাচ চলাকালীন হঠাৎ বর্ধমানের আঠারো বছরের তরুণ ঋতুপর্ণ পাখিরা মাঠে ঢুকে বিরাট কোহলির পা ধরে প্রণাম করেন। পরে 'ক্রিমিনাল ট্রেসপাসিং' সেকশনে গ্রেপ্তার করা হয় ওই বিরাটভক্তকে। সেই একই ঘটনা ঘটে গত রবিবার রাঁচিতেও। আন্তর্জাতিক ওয়ানডে'তে ৫২তম সেঞ্চুরি হাঁকান বিরাট। সেঞ্চুরির পর চেনা ভঙ্গিতে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। সেই সময় শৌভিক মুর্মু নামে এক তরুণ বিরাট ভক্ত নিরাপত্তার বেষ্টনীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাঠে ঢুকে কোহলির পায়ে পড়েন। তিনিও গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারি, জেলে রাত্রিবাস-কোনওকিছুতেই ভয় পাচ্ছে না বিরাটের ভক্তকুল। তাই তো বুধবারের রায়পুরেও এক ভক্ত সটান ঢুকে পড়েন মাঠে। তখন সদ্য সেঞ্চুরি পূরণ করেছেন বিরাট। ওভারের শেষ বলে মার্কো জানসেনের ডেলিভারিতে সিঙ্গল নেন। পূর্ণ করেন আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৮৪ তম সেঞ্চুরি। ওভার শেষে জলপানের বিরতির সময়েই ওই যুবক মাঠে ঢুকে পড়েন। বিরাটের পা জড়িয়ে ধরেন। পরে অবশ্য নিরাপত্তারক্ষীরা সরিয়ে নিয়ে যান ওই বিরাটভক্তকে।

ক্রিকেটপ্রেমীদের এমন আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখে আপ্লুত অনেকেই। কিন্তু বড়সড় প্রশ্ন উঠছে ক্রিকেট মাঠের নিরাপত্তা নিয়ে। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে সাধারণ মানুষ যদি এভাবে মাঠে ঢুকে পড়তে পারেন, তাহলে প্রশিক্ষণ পাওয়া হামলাকারীরা তো সহজেই নাশকতা ছড়াতে পারে, আশঙ্কা আমজনতার।

২২ ম্যাচে ৪ জয়, তবু অসিদের বিরুদ্ধে গাব্বায় নামার আগে ভয় পাচ্ছে না ইংল্যান্ড, সাহস জোগাচ্ছে টানা পাঁচ টেস্ট হারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

অস্ট্রেলিয়ার সব মাঠের মধ্যে ব্রিসবেনের গাব্বায় সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড ইংল্যান্ডের। ২২টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র চারটিতে জিতেছে তারা। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৬ সালের পর ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালে। তবু বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা দিন-রাতের টেস্টের আগে ভয় পাচ্ছেন না বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডকে ভরসা জোগাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যারা গত পাঁচটি টেস্টে হেরেছে।

১৯৮৯ থেকে ২০২১, দীর্ঘ ৩২ বছর গাব্বায় কোনও টেস্ট হারেনি অস্ট্রেলিয়া। ভারত ২০২১-এ গাব্বার দুর্গ ভেঙে দেয়। শুভমন গিল, ঋষভ পন্থের ইনিংস জিতিয়েছিল ভারতকে। তিন বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজও জেতে গাব্বায়। গত বছর ভারত গাব্বায় ম্যাচ ড্র করেছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় থেকেই আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে ইংল্যান্ড। দলের ব্যাটার অলি পোপ বলেছেন, "আমরা জানি গাব্বায় অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভাল। তবে এটাও জানি, গত বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসে কী ভাবে জিতেছিল। আমরা সেটা দেখেই ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করছি। দল হিসাবে পরিসংখ্যানের দিকে নজর নেই আমাদের।"

পার্থে দু'দিনে হারের পর সিরিজে ০-১ পিছিয়ে ইংল্যান্ড। ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টে খেলতে হবে তাদের। গাব্বা তো বটেই, গোলাপি বলেও ইংল্যান্ডের নজির ভাল নয়। ফলে জোড়া চাপ তাদের সামনে। গাব্বায় অনেক হতাশার হার দেখতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। সেই পরিসংখ্যান আর বাড়াতে চাইছে না তারা।

স্টোকস জানিয়ে দিলেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন তরুণ দল সব ভয় কাটিয়েই নামবে। তিনি পাল্টা চাপে ফেলতে চেয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। ইংরেজ অধিনায়ক বলেছেন, "আমাদের দলের অনেকেই প্রথম অ্যাশেজ সফরে এসেছে। তাই ওদের কাছে পুরোটাই নতুন অভিজ্ঞতা। তাই ওরা মোটেই ভয় পাচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়ার কাছে গাব্বার গুরুত্ব যেমন, আমাদের কাছে এজবাস্টন বা হেডিংলের গুরুত্বও তেমন। ঘরের মাঠে আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামলে সব দলেরই কোনও না কোনও প্রিয় মাঠ থাকে।"

ভোটে অনিয়ম ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে

স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। ভোটে অনিয়ম ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবি তুলে সারা দেশে শুরু হওয়া কংগ্রেসের "ভোট চোর গদি ছোড়" স্বাক্ষর অভিযানে ত্রিপুরা থেকে সংগৃহীত ২ লক্ষ ১৩,১০৯টি স্বাক্ষর বুধবার রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর সারা ভারতজুড়ে এই স্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়। ত্রিপুরায় কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা নিজে স্বাক্ষর করে এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন।

মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও ব্লক থেকে সংগৃহীত মোট ২ লক্ষ ১৩,১০৯টি স্বাক্ষর রাজধানী দিল্লিতে কংগ্রেস সদর দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। এরপর সেখান থেকেই রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে তা প্রেরণ করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, এই স্বাক্ষর অভিযান মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা, গণতন্ত্র শক্তিশালী করা এবং "ভোট চুরি"র বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদের প্রতীক। দলের বক্তব্য, জনগণের রায়কে সম্মান জানাতে এবং স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির অঙ্গনে এই অভিযান ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

শনিবার লোকভবন পরিদর্শন করা যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীরা লোকভবন পরিদর্শন করতে পারবেন। প্রতি মাসের প্রত্যেক শনিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ১ ঘন্টা করে ৩টি স্লটে লোকভবন পরিদর্শন করা যাবে। প্রতিটি স্লটে ২৫ থেকে ৩০ জন দর্শনার্থীকে লোকভবন দেখার সুযোগ দেওয়া হবে। দর্শনার্থীদের ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র অথবা আধার কার্ড আনতে হবে। লোকভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাতের আঁধারে গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: রাতের আঁধারে গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। স্বর্ণালংকার সহ নগদ টাকা নিয়ে চম্পট চোরের দল। ওই ঘটনায় কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা ১ নম্বর ওয়ার্ডের তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বাড়ির মালিক বিভা দাস বলেন, কিছুক্ষণের জন্য গতকাল বাড়ির পাশে কীর্তনে গিয়েছিলেন তিনি। ওই সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চোরের দল দরজার তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। আলমারিতে রাখা মেয়ের বিয়ের জন্য প্রস্তুত স্বর্ণালংকারসহ নগদ টাকা চুরি হয়েছে। ঘটনার পর বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে কদমতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বছরেও চালু হয়নি জল শোধনাগার, প্রাচ্য ভারতী স্কুল পরিদর্শনে ক্ষোভ প্রকাশ বিধায়ক গোপাল রায়ের

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: প্রাচ্য ভারতী বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে থাকা জল শোধনাগার নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানালেন বনমালীপুরের কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। দুই বছর আগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার প্রকল্প বরাদ্দ করেছিলেন তিনি। তবে সেই জল শোধনাগার এখনও চালু না হওয়ায় এদিন পরিদর্শনকালে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক।

বুধবার ব্যক্তিগত কাজে ওই এলাকার কাছে গেলে হঠাৎই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান তিনি। পরিদর্শনের সময় তিনি লক্ষ্য করেনশোধনাগারের কাজ সম্পূর্ণ হলেও দুই বছর ধরে তা অকার্যকর অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা মিলছে না। ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বিধায়ক গোপাল রায় অবিলম্বে দেরির কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে জল শোধনাগার চালু করার নির্দেশ দেন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে পরিশ্রুত পানীয় জল পেতে পারে।

এ ঘটনায় অভিভাবক এবং স্থানীয়দের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের মতে, বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প চালু না হওয়া প্রশাসনিক গাফিলতিরই প্রমাণ। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জরুরি পরিষেবা দ্রুত সচল করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীও।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নতুন লোগোর উন্মোচন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: আজ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নতুন লোগোর উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে নতুন এই লোগোটির প্রতিকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র কুমার সিংহ এবং জেনারেল ম্যানেজার অনুপ কুমার সাহা। সারা দেশে সমস্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্কসমূহে একই রকম লোগো কার্যকর হয়েছে।

খোয়াইয়ের দুর্গানগরে মালবাহী গাড়ির ধাক্কায় প্রতিবন্ধীর পা ভেঙে গুরুতর জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ ডিসেম্বর: আজ সকালে খোয়াইয়ের দুর্গানগর এলাকায় এক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন টুনু দেব নামে এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টিআর০৪- সি -১৭০৩ নম্বরের একটি মালবাহী গাড়ি পিছনের দিকে ঘোরানোর সময় অসতর্কভাবে টুনু দেবকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর একটি পা ভেঙে যায়।

টুনু দেব বাকশক্তিহীন হওয়ায় দুর্ঘটনার মুহূর্তে তিনি কিছু বলতে পারেননি। গাড়িটি পেছনে নেওয়ার সময় চালক বুঝতে না পেরে তাঁর ওপরই তুলে দেন বলে অভিযোগ। উপস্থিত এলাকাবাসী দ্রুত চিৎকার করে গাড়িটিকে থামাতে সক্ষম হন। তাঁদের তৎপরতায় প্রাণে রক্ষা পান টুনু দেব।

স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

ঘটনা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভের সুর শোনা যাচ্ছে। স্থানীয়রা দাবি করেছেন, ওই ধরনের মালবাহী গাড়ির চলাচলে আরও সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণ জরুরি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জুভেনাইল হোম এবং ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে নড়সিংগড়স্থিত জুভেনাইল হোম এবং ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল হোমের আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। জুভেনাইল হোম আরও ভালভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বৈঠকে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, জুভেনাইল হোমের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আধিকারিকগণ হোম পরিচালনার বিষয়ে রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

জুভেনাইল হোম পরিদর্শনের পর রাজ্যপাল অনতিদূরে অবস্থিত অস্থায়ী ডিটেনশন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি ক্যাম্পের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ঘুরে দেখেন। পরে সংবাদমাধ্যমকে রাজ্যপাল জানান, জুভেনাইল হোমে আবাসিকদের মন পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। জুভেনাইল হোম এবং ডিটেনশন ক্যাম্পে আবাসিকদের ভাল পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এজন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিএসএফের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: বিএসএফের হীরকজয়ন্তী দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে আজ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা। শালবাগান বিএসএফ ক্যাম্প থেকে শুরু হয়ে এই র‍্যালি গকুলনগর বিএসএফ ক্যাম্প পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রায় প্রায় শতাধিক বিএসএফ জওয়ান মোটরসাইকেল নিয়ে অংশ নেন।

এই শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিএসএফের কাজ ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি রাজ্যের যুবসমাজকে বিএসএফে যোগদান করে দেশের সেবা করার আহ্বান জানান বিএসএফের আইজি অলোক কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, দেশের সুরক্ষা, সীমান্তের নিরাপত্তা এবং সমাজের কল্যাণে বিএসএফ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তরুণ প্রজন্মকে এই কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

সাফল্যের কাহিনী: জন্মগত হৃদরোগ-পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সক্যাথেটার পালমোনারি ডালভুলোপ্লাস্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: ধলাই জেলার কুলাইয়ের পশ্চিম নালিছড়ার বাসিন্দা পাইচাই মগ জন্ম থেকেই একটি জটিল হৃদরোগে ভুগছিল। রোগটির লক্ষণগুলি প্রথম নজরে আসে যখন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম মোবাইল হেলথ টিম, আমবাসা, তাদের নিয়মিত স্ক্রিনিং কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওই অঞ্চলে পরিদর্শনে যায়।

মাত্র দুই বছর বয়সী পাইচাই-এর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় আর.বি.এস.কে দলের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা তার হৃদস্পন্দনে অস্বাভাবিক শব্দ এবং শারীরিক দুর্বলতার মতো গুরুতর উপসর্গগুলি চিহ্নিত করেন। এই উপসর্গগুলি জন্মগত হৃদরোগের ইঙ্গিত দেওয়ায়, দলটি দ্রুত উন্নত রোগ নির্ণয়ের জন্য তাকে আগরতলায় রেফার করে।

আর বি এস.কে দল থেকে রেফার হওয়ার পর শিশুটিকে আগরতলার আই.জি এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার হৃদপিন্ডের বিশদ পরীক্ষা করা হয়। ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে যে, পাইচাই পালমোনারি স্টেনোসিস নামক এক ধরণের জন্মগত হৃদরোগে ভুগছে। এই অবস্থায়, হৃদপিণ্ড থেকে ফুসফুসে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীর ভালব বা কপাটিকাটি সংকীর্ণ হয়ে যায়, যার ফলে রক্ত প্রবাহে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি হয় এবং শিশুর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রোগের জটিলতা এবং সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা বুঝে, আর বি.এস.কে এম.এইচ.টি, আমবাসা, শিশুটিকে দ্রুত উচ্চতর চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইবে দেশের সেরা কার্ডিয়াক সেন্টারগুলির মধ্যে একটিতে রেফার করার ব্যবস্থা করে।

পাইচাই-এর পরিবারকে সমস্ত লজিস্টিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে শিশুটিকে চেন্নাইয়ের চিলড্রেন'স অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে প্রখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জনদের একটি দল অত্যাধুনিক পদ্ধতি পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সক্যাথেটার পালমোনারি ভালভুলোপ্লাস্টি-এর মাধ্যমে তার চিকিৎসা করেন। এটি একটি ক্যাথেটার-ভিত্তিক, ন্যূনতম আক্রমণাত্মক পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় কোনো বড় অস্ত্রোপচার ছাড়াই কুঁচকির ধমনী দিয়ে একটি বেলুন ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে হৃৎপিণ্ডের সংকীর্ণ পালমোনারি ভালবটিকে ফুলিয়ে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক করা হয়। অপারেশনটি সফল হওয়ায় পাইচাই এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত এবং তার হৃদপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে।

এই সাফল্যের গল্পটি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্পটি প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র শিশুদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ জীবনদায়ী ভূমিকা পালন করছে। সময়মতো স্ক্রিনিং, সঠিক রোগ নির্ণয় এবং প্রযোজনীয় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জটিল রোগেও দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ করে দিয়েছে এই কর্মসূচি।

পাইচাই-এর মতো শত শত শিশু আজ এই প্রকল্পের কারণে নতুন জীবন পাচ্ছে।

পাইচাই মগ সুপ্ত, প্রাণবন্ত। তার বাবা-মা উজয় মগ এবং তার পরিবার এই নতুন জীবনের জন্য আর বি এস.কে দল ও সরকারের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ধলাই জেলা সিএমও কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগ ও সহায়তার আশ্বাস পেয়ে ফিরে গেলেন সাহায্য প্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: "মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু" কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহায্য প্রত্যাশীদের সাথে আজও সরাসরি কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। এই কর্মসূচির আজ ৫৮তম পর্বে মূলতঃ চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা চেয়ে প্রত্যাশীগণ আর্জি জানান।

মান্দাইনগরের বিশ্বজিৎ দেববর্মা এসেছিলেন, তার নবম শ্রেণি পড়ুয়া ছেলের চিকিৎসায় সহায়তার প্রত্যাশা নিয়ে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তিনি ছেলের চিকিৎসা করতে পারছেন না জেনে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়াও সমাজকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে তার ছেলের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। নয় বছর বয়স্ক মেয়ের চিকিৎসার জন্য পূর্ব শিবনগর কালীটিলার অজিত সাহা, দুর্গা চৌমুহনীর ঋষিপল্লীর গোবিন্দ ঋষিদাস, বাগমার সুরজ মিঞা প্রত্যেকেই তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সহায়তার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সুপারের সাথে কথা বলে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধপত্র দেবার ব্যবস্থার নির্দেশ দেন।

রাজ্যের কৃতী জিমনাস্ট সঙ্গীতা দেবের পিতা উত্তম কুমার দেব এসেছিলেন মেয়ের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তীর সাথে কথা বলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। একইভাবে আজ নাগেরজলার নমিতা পাল, আগরতলার এইচ. বি. রোডের রেশমী ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগ ও সহায়তার আশ্বাস পেয়ে প্রত্যেকেই সন্তোষ ব্যক্ত করেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, জিবি হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ।

সোনামুড়ায় নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্ত জহর মিয়া গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলো জহর মিয়া (৫০)। বোধজংনগর থানার অন্তর্গত পশ্চিম নোয়াবাধি আমতলী এলাকা থেকে তাকে শেষ রাতে আটক করা হয়।

ঘটনাটির তদন্তে সোনামুড়া থানা, আমতলী থানা এবং বোধজংনগর থানা যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

ঘটনাটি ঘটে গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেলবেলায় সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বাড়িতে একা পেয়ে জোরপূর্বক শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে অভিযুক্ত জহর মিয়া। তিনি ওই নাবালিকার বাড়ির পাশেই দেওয়াল নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ঘটনার দিনও কাজের অজুহাতে বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন বলে অভিযোগ।

পরিবারের লোকজন বাড়িতে না থাকায় সুযোগ বুঝে তিনি ঘরে ঢুকে নাবালিকাকে নির্যাতনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠে। ছাত্রীটি কোনওক্রমে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন ছাত্রীর ঠাকুমা। তাঁকে দেখে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর নাবালিকার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে সোনামুড়া থানায় নতুন বিএনএস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং পক্সো আইনের অধীনে মামলা রুজু করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। আজ তাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য সুসংহত, সব ঋতুর উপযোগী মাল্টিমডেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে লজিস্টিক্স ব্যয়, পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহাকে আহ্বায়ক করে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় বৈঠক আজ কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের মন্ত্রী ছাড়াও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহমা, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যসচিব, সিকিমের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব সহ ডোনার মন্ত্রক এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশ নেন। ত্রিপুরা ইনস্টিটিশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্বেও উচ্চ লজিস্টিক্স ব্যয়, যোগাযোগ সমস্যা এবং পরিকাঠামোগত ঘাটতি এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে একটি সমন্বিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অধীনে একত্রিত করে, যাতে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলিকে পদ্ধতিগতভাবে মোকাবিলা করা যায়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের প্রথম সভার আলোচনাকালে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির তরফ থেকে উত্থাপিত সমস্যাসমূহ এবং এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিশদভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য সুসংহত, সব ঋতু উপযোগী মাল্টিমডেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। পাহাড়ি ভূখন্ড ও জলবায়ুগত বিপর্যয়, শিলিগুড়ি করিডোরের উপর অধিক নির্ভরতা, প্রান্তিক এলাকায় (নথন্স্ঠদ্বনত্র) সড়ক ও রেল সংযোগের ঘাটতি, কম সংখ্যক বিমান চলাচল, সীমিত পন্য পরিবহণ, পাহাড়ি রাজ্যগুলির ছোট রানওয়ে, অব্যবহৃত জলপথ, ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স ও জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত ইত্যাদি এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে সড়ক, রেল, বিমান, জলপথ ও ডিজিটাল পরিকাঠামোর সমন্বিত উন্নয়নের পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজাগুলিতে বিনিয়োগের প্রসার ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ মডেলকে আরও শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরী। মুখ্যমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করে বলেন, আজ টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে আলোচিত মতামতগুলি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত পূর্বোত্তর গঠনের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বৈঠকে আলোচনায় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজাগুলির জন্য মেক্রো গ্রেড, কমন ট্রেড করিডোর, পাওয়ার ট্রান্সমিশন করিডোর গড়ে তোলার পাশাপাশি এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করার উপরও গুরুত্ব-আরোপ করেন।

আগরতলায় মেগালাকিড্রয়ের বিজয়ীর হাতে মারুতিসেলিরি ওগাড়ির চাবি তুলে দিল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর: আগরতলার টাউন হলে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর শপ অ্যান্ড উইন মেগা লাকিড্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে লাকি মেগাড্র বিজয়ীর হাতে মারুতি সেলিরিও গাড়ির চাবি তুলে দেয় স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। একই সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার শেষ দুই স্কুটার বিজয়ীর হাতে ও স্কুটারের চাবি তুলে দেওয়া হয়, যা এই রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পুরস্কার মূলক আয়োজনের সফল সমাপ্তি নির্দেশ করে।

গত তিন মাস ধরে চলা এই শপ অ্যান্ড উইন প্রতিযোগিতা কিসনা ডায়মন্ডস-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়কালে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তাদের গ্রাহকদের মোট ৬টি স্কুটার এবং ১টি গাড়ি উপহার দেয়। যেকোন ও গ্রাহক ২২৫,০০০ বা তার বেশি মূল্যের ডায়মন্ড জুয়েলারি ক্রয় করলে একটি কুপন পান, যার মাধ্যমে এই আকর্ষণীয় পুরস্কার জেতার সুযোগ ছিল। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের অংশগ্রহণে এটি রাজ্যের অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় জুয়েলারি পুরস্কার পরিকল্পনা হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোপালচন্দ্র নাগ আবেগ ঘনসুরে বলেন- 'আজকের দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বিশেষ। বিজয়ীদের মুখের হাসি আমাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সবসময় বিশ্বাস করে যে গয়না কেনা শুধু একটি লেনদেন নয়-এটি একটি স্মৃতি, একটি আবেগ, একটি বন্ধনের প্রতীক। আমরা চাই, আমাদের প্রতিটি গ্রাহক যেন নিজেদের মূল্যবান, প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত মনে করেন।'

তিনি আরও বলেন- 'এই পুরস্কার গুলো ব্যক্তিগতভাবে তুলে দিতে পারা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের। ত্রিপুরার মানুষের ভালোবাসা ও আস্থার কারণেই আজ স্বর্ণকমল এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে। এই উদ্যোগগুলি আমাদের তরফ থেকে সেই ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি উপায়।'

এছাড়াও তিনি জানান যে আগামী দিনে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ধনতেরাস ও দুর্গাপূজা অফারের অন্যান্য লাকিড্র, বাম্পার লাকিড্র ও মেগা লাকিড্র-এর পুরস্কার ও বিজয়ীদের হাতে তুলে দেবে।

শ্রী নাগ শুভকামনা সহ তাঁর বক্তব্য শেষ করে বলেন- 'আমি ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষকে সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও সুখের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বছরের পর বছর যে অশেষ ভালোবাসা আপনারা আমাদের দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ভবিষ্যতে ও আপনাদের সেরা পরিষেবা দেয়ার প্রতিশ্রুতি রাখবে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী শিবাশীষ চক্রবর্তী, কিসনা ডায়মন্ডস-এর জোনাল স্টেট হেড। তিনি ত্রিপুরার মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও আস্থার জন্য ধন্যবাদ জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas